প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৯ ৭ - ১৩ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব

ত্রিত্বকেন্দ্রিক খ্রিস্টীয় জীবন

অনুভব-অনুভূতিতে বাবা

প্রয়াত ঊষারাণী রোজারিও

জন্ম : ৪ নভেম্বর, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ, মৃত্যু : ২৬ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

মাগো তোমায় ভুলতে পারছি না

মা, তুমি কেন চলে গেলে আমাদের ছেড়ে। বার বার অসুস্থ হয়েও তুমি ভাল হয়ে যেতে এবারও ভেবেছিলাম তোমার তাই হবে। তোমাকে ঘিরে আমরা সব ভাই-বোন এক হতাম আর অনেক আনন্দ করতাম। সবাইকে পেয়ে তুমিও সুস্থ হয়ে যেতে কিন্তু এবার তুমি সত্যি সত্যি চলে গেলে। আমরা একদম ভাবতে পারিনি, তোমার নিথর দেহটা দেখেও আমাদের বিশ্বাস হয়নি তুমি নেই। আমরা কেউ কাঁদতে পারিনি; আজও পারছি না, কিন্তু অন্তরের বোবা কান্নায় ঘুমরে ঘুমরে মরছি। আমাদের দশ ভাই-বোনকে নিয়ে তোমার ছিল যত দুঃশ্চিন্তা- এখন কে ভাববে আমাদের কথা? কে ফোন করে আমাদের খোঁজ নিবে কোথায় আছি। বাবাকে হারানোর পর তুমিই আমাদের সকলকে আগলে রাখতে। বাবার অভাব কখনো বুঝতে দাওনি-এবার তুমি সত্যিই আমাদের এতিম করে চলে গেলে। চিরতরে আমাদের **'মা'** ডাক শেষ করে দিয়ে, এখন আর 'মা দিবসে', জন্মদিনে তোমাকে শুভেচ্ছা জানাতে পারব না। পারব না আর একসঙ্গে কক্সবাজার ঘুরতে কারণ তুমি সমুদ্র খুব ভালবাসতে। এখন এই দুঃখের দিনে তোমার সুখের স্মৃতিগুলি বড় কষ্ট দেয়। তোমার শূন্যতায় আমাদের অন্তর গভীরে চাপা কান্না হাহাকার করে। এখন আর তোমার মতন মধুর স্বরে আমাদের নাম ধরে ডাকবে না। **মা** নামে সেভ করা মোবাইলে অপর প্রান্ত থেকে তুমি আর উত্তর দিবে না। এবার আমরা সত্যিই অসহায় হয়ে গেলাম। তুমিই আমাদের সর্বদা প্রার্থনা করতে শিখিয়েছ। দিন হোক রাত হোক দুঃসময়ে কিংবা ঝড়ের সময় তুমি আমাদের সকলকে নিয়ে প্রার্থনা করতে। প্রার্থনাই ছিল তোমার একমাত্র অবলম্বন। মৃত্যুর পূর্বে তুমি বলতে ঈশ্বরই তোমাদের দেখবে, এই ভরসায় ঈশ্বরের হাতে আমাদের সকলকে সপেঁ দিয়ে তুমি চলে গেলে। এটাই ছিল আমাদের প্রতি তোমার শেষ বাণী। তাই হোক 'মা' তাই হোক। শুধু প্রার্থনা করি মা তোমার জন্য-

'জাগতিক জীবনের সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা সাঙ্গ করে
চলে গেলে 'মা' তুমি পরম পিতার কোলে -
থাকো সুখে, থাকো শান্তিতে, ধন্য করো মোদের
তোমার পরম আশীর্বাদে।'

শোকসন্তপ্ত পরিবার–

মেয়ে ও মেয়ে জামাই : চিত্রা-রেমন্ড, জয়ছি-রবীন, সিস্টার শিল্পী সিএসসি, নিশুতি, সিস্টার পূর্ণা এসএমআরএ, ঋতু-সাগর
ছেলে ও ছেলে বৌ : মিঠু-মালা, আশীষ-কবিতা, তাপস, হিমেল রোজারিও
নাতি ও নাতি বৌ : রুপম-এ্যানি, রেসি-অতশি, আর্থার, ক্যারল, ম্যানি
নাতনী ও নাতনী জামাই : রেশমী-বিকাশ, এলিস
পুতিন : ইভান, চেইজ, রঙ্গন ও ঈশান।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

■■■ বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ১৯
■■■■■ ৭ - ১৩ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
■■■■■■■■ ২৪ - ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

পবিত্র ত্রিত্ব মূর্তমান হোক প্রতিটি পরিবারে

ত্রিত্ববাদ খ্রিস্টমণ্ডলীর একটি কেন্দ্রীয় বিশ্বাস। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার সমন্বয়ে পবিত্র ত্রিত্ব গঠিত। পবিত্র ত্রিত্ব হলেন একতা ও ভালবাসার আদর্শ। একতা ও ভালবাসার কারণেই পবিত্র ত্রিত্ব আলাদা আলাদা হয়েও অভিন্ন। পবিত্র ত্রিত্বের কাজের ভিন্নতা আছে। ঐতিহ্যগতভাবেই খ্রিস্টানগণ বিশ্বাস করেন, পিতা ঈশ্বর হলেন সৃষ্টিকর্তা, পুত্র ঈশ্বর মুক্তিদাতা আর পবিত্র আত্মা ঈশ্বর শক্তিদাতা। কাজের ভিন্নতা থাকা সত্বেও তাদের মধ্যে কোনো বিরোধিতা নেই। কেননা পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্মান তাদেরকে এক করে রেখেছে। পবিত্র ত্রিত্বের নামে যে খ্রিস্টীয় জীবন শুরু হয় সে-ই খ্রিস্টানদের জন্য ত্রিত্বীয় জীবনের গুণাবলী; যথা- ভালবাসা, একতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, বৈচিত্র্যতা ও বিভিন্নতাকে গ্রহণ ও সমতার মূল্যবোধ চর্চা করা কত না আবশ্যক। খ্রিস্টীয় পারিবারিক জীবন পবিত্র ত্রিত্বের গভীর রহস্যকে মূর্ত করে তুলতে পারে। পিতা, মাতা ও সন্তানদের মধ্যকার নিরবিচ্ছিন্ন ভালবাসা, একতা, পারস্পরিক সম্মান-শ্রদ্ধা ও সর্বাবস্থায় পাশে থেকে পবিত্র ত্রিত্বীয় জীবনকে বাস্তব করে তোলা সম্ভব। পবিত্র ত্রিত্বকে দেখতে পাবো না কিন্তু উপলব্ধি ও অনুভব করতে পারবো। আর খ্রিস্টীয় পরিবারগুলো তাদের জীবনের আদর্শ রুপে পবিত্র ত্রিত্বকে গ্রহণ করতে পারে। যারা আলাদা হয়েও একতাবদ্ধ।

একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ভক্তরা ঈশ্বরকে পিতা বলে সম্বোধন করে। জগতের পিতা বা বাবাদের জন্য এটি একটি ভীষণ গৌরবের ও চ্যালেঞ্জের বিষয়। জুন মাসের ২য় রবিবারে 'বাবা দিবস' পালন করার মধ্য দিয়ে বাবাদের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান এবং বাবাদের দায়িত্বশীলতার বিষয়টি সামনে চলে আসে। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের মতো পবিত্র বাইবেলেও বাবাদের সম্মান করার কথা বলা হয়েছে। যেমন 'সন্তান আমার, তোমার পিতার আজ্ঞা পালন কর, তোমার মাতার নির্দেশবাণী অবজ্ঞা করো না। তা সর্বদাই তোমার হৃদয়ে গেঁথে রাখ, তোমার গলায় বেঁধে রাখ।' *(প্রবচন ৬:২০-২১)* পিতাদের পরামর্শ দিয়ে বলা হয়েছে - তোমরা তোমাদের সন্তানদের রুষ্ট করো না ইত্যাদি। আর সবাইকে আহ্বান করা হয়েছে - "কাজেই স্বর্গে বিরাজমান তোমাদের পিতা যেমন সম্পূর্ণ পবিত্র, তেমনি তোমাদেরও হতে হবে সম্পূর্ণ পবিত্র" *(মথি ৬:৪৮)*। তাই জগতের একজন পিতাকে পরিবারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। কেননা পিতাই পরিবারকে পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা দান করবেন। সর্বজনীনভাবে আমরা যেমন যেকোন বিপদ ও প্রয়োজনে স্বর্গীয় পিতার উপর নির্ভর করি তেমনিভাবে পরিবারের বেশিরভাগ পিতারাই চেষ্টা করেন পরিবারের সবাইকে আগলে রাখতে। জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে বাবারা ত্যাগ করতে করতে নিজেদেরকে নিঃশেষ করে দেন কিন্তু তারা চান পরিবারের সকলে যেন ভালো ও সুখে থাকে। পরিবারের সদস্যদেরও দায়িত্ব রয়েছে বাবার কষ্ট ও ভালবাসাটাকে সম্মান দেবার। পরিবারের পিতারা তাদের দৃষ্টি রাখবে দয়ালু, কৃপাশীল, নির্ভরযোগ্য ও ভালবাসাময় স্বর্গীয় পিতার দিকে এবং দিনে দিনে স্বর্গীয় পিতার মতো হয়ে ওঠতে চেষ্টা করবে এবং পরিবারের সকলকে নিয়ে নিজ পরিবারের পবিত্র ত্রিত্বকে মূর্ত করে তুলবে।

কোভিড-১৯ ও পরবর্তী সময়ে পিতাদের দায়িত্ব আরো বহুগুণ বেড়ে গেছে। নিজেকে ও পরিবারকে রক্ষা করতে সম্ভবপর সব কিছু করতে হবে একজন পিতাকে। তবেই না একজন ব্যক্তি আদর্শ পিতা হয়ে ওঠবেন। 'বাবা দিবসে' বিশ্বের সকল পিতাকে শ্রদ্ধা-সম্মান-ভালবাসা জানাই॥ ✝

মঙ্গলবাণী

'তাঁর প্রতি যে বিশ্বাসী, তার বিচার হয় না; কিন্তু যে অবিশ্বাসী, তার বিচার হয়েই গেছে, যেহেতু ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের নামে বিশ্বাস করেনি।' (যোহন ৩:১৮)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

শোক সংবাদ

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একাউন্ডস সেকশনের প্রধান কর্মকর্তা মি. পল ডি'কস্তা গত ২ জুন দুপুর ২টায় পরশোকগত হন। তার এই আকস্মিক মৃত্যুতে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও বিশপীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সকলে শোকাহত ও বেদনাবিধূর। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ৪জন সন্তান রেখে গেছেন।

দায়িত্বশীল, কর্তব্যনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত ও কর্তৃপক্ষের অনুগত বিগত ১১ বছর অত্যন্ত দক্ষতা ও দৃঢ়তার সাথে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রে সেবাদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ মণ্ডলীকে সেবা দিয়ে গেছেন। আদর্শ পরিবার গড়ার সাথে সাথে অফিসের সহকর্মীদের সাথেও পারিবারিক মূল্যবোধ: ভালবাসা-শাসন, ক্ষমা-ন্যায্যতা, পরামর্শ-আলোচনা, নীরবতা-রসিকতা, সংশোধন-সহযোগিতা যথার্থভাবে প্রকাশ করেছেন। তার সহজ-সরল জীবন, অফিসের সবার প্রতি দরদ সবাইকে মুগ্ধ করেছে। তাই তার হঠাৎ চলে যাওয়াতে নিজ পরিবারের ন্যায় খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ পরিবারেও বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সুদীর্ঘ দিনের একজন বিশ্বস্ত ও প্রিয় কর্মী পল অমর ডি'কস্তার তিরোধানে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও সহকর্মীগণ গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানাচ্ছে। শোকসন্তপ্ত পল অমর ডি'কস্তার পরিবার ও খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র পরিবারকে দয়ালু ঈশ্বর এ ভীষণ বিয়োগ ব্যথা বহন করার শক্তি দান করুন।

- খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র

স্মৃতিতে অম্লান তোমরা

প্রয়াত মৌ গোমেজ

জন্ম : ২৮-১২-১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১২-০৬-২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : মাটিডাঙ্গা, পটুয়াখালী
(পাদ্রীশিবপুর)

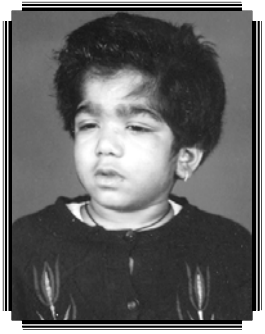

দ্বাদশ মৃত্যু বার্ষিকীতে
তোমাকে মনে পড়ে

যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে ...

অতি আদরের মা মৌ,

দেখতে দেখতে ফিরে এলো সেই কষ্টেভরা বেদনার দিন ১২ জুন, যেদিন তুমি আমাদের সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে আশ্রয় নিলে পরম পিতার কাছে। দীর্ঘদিন রোগ যন্ত্রণা ও কষ্টভোগ করে গেলে। কি করে ভুলব তোমাকে? বিশ্বাস ও প্রার্থনা করি করুণাময় পিতা পরমেশ্বর যেন স্বর্গের অনন্ত সুখ, শান্তি দান করেন তোমার আত্মার কল্যাণে।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
মারীয়া গোমেজ (আন্টি)
বাবা : রমেশ গোমেজ
মা : কাকলী গোমেজ

প্রয়াত রবিন গোমেজ

জন্ম : ২১-০১-১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ০৯-০৬-১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : মাটিডাঙ্গা, পটুয়াখালী
(পাদ্রীশিবপুর)

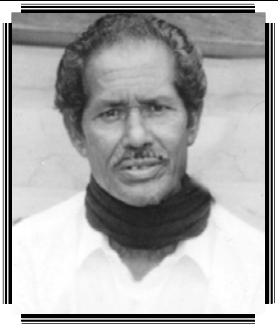

বাবা,

দেখতে দেখতে ২৫টি বছর কেটে গেল তুমি আমাদের ছেড়ে পরম পিতার কোলে স্থান করে নিয়েছ। আজও আমরা বেদনাবিধূর হৃদয়ে তোমাকে স্মরণ করছি বাবা। স্মৃতির মণিকোঠায় জমানো তোমার স্মৃতিগুলো প্রতিনিয়ত আমাদের কাঁদায়। তুমি যে আমাদের মাঝে নেই, এই নির্মম সত্যটি মেনে নিতে এখনো বড়ই কষ্ট হয় বাবা। প্রতিটি মুহূর্তে তোমার শূন্যতা অনুভব করি। তোমার স্মৃতি অম্লান হয়ে থাকবে সারা জীবন তোমার আদরের সন্তানদের হৃদয়ে। তোমাকে আমরা কোনদিন ভুলব না বাবা। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার আদর্শ, নম্রতা, ত্যাগ ও কর্মময় জীবন অনুসরণপূর্বক সকল কাজে পরিপূর্ণতা লাভ করি।

সর্বশক্তিমান পিতা পরমেশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন তোমাকে স্বর্গের অনন্ত শান্তি দান করেন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
মারীয়া গোমেজ
ঢাকা

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৭ - ১৩ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

৭ জুন, রবিবার
পরম পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব (মহাপর্ব দিনের প্রাহরিক প্রার্থনা)
যাত্রা ৩৪: ৪-৬, ৮-৯, সাম (দানিয়েল) ৩: ৫২-৫৬, ২ করি ১৩: ১১-১৩, যোহন ৩: ১৬-১৮

৮ জুন, সোমবার
১ রাজাবলী ১৭: ১-৬, সাম ১২১: ১-৮, মথি ৫: ১-১২

৯ জুন, মঙ্গলবার
সাধু এফ্রেম, ডিকন ও আচার্য, স্মরণ দিবস
১ রাজাবলী ১৭: ৭-১৬, সাম ৪: ১-৪, ৬-৭, মথি ৫: ১৩-১৬

১০ জুন, বুধবার
১ রাজাবলী ১৮: ২০-৩৯, সাম ১৬: ১-২, ৪-৫, ৮, ১১, মথি ৫: ১৭-১৯

১১ জুন, বৃহস্পতিবার
সাধু বার্ণাবাস, প্রেরিতদূত, স্মরণ দিবস
শিষ্য চরিত ১১: ২১খ-২৬, সাম ৯৭: ১-৬, মথি ১০: ৭-১৩

১২ জুন, শুক্রবার
১ রাজাবলী ১৯: ৯, ১১-১৬, সাম ২৭: ৭-৯, ১৩-১৪, মথি ৫: ২৭-৩২

১৩ জুন, শনিবার
পাদুয়ার সাধু আন্তনি, যাজক ও আচার্য, স্মরণ দিবস
১ রাজাবলী ১৯: ১৯-২১, সাম ১৬: ১-২, ৫, ৭-১০, মথি ৫: ৩৩-৩৭

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৮ জুন, সোমবার
+ ১৮৯৪ বিশপ আগষ্টিন জে. লোয়াজ সিএসসি
+ ১৯৭১ সিস্টার ইম্মানুয়েল এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

৯ জুন, মঙ্গলবার
+ বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১০ জুন, বুধবার
+ ১৯৯৬ সিস্টার জুলিয়ানা বল্লিও ওএসএল
+ ২০০৩ সিস্টার জেমস ভালায়াথু এসসি (ঢাকা)

১৩ জুন, শনিবার
+ ১৯৭৫ ফাদার হেনরী বুদ্রো সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯১ সিস্টার এম. পাসকাল এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০০০ সিস্টার পিয়া সেকুয়েরা এসসি (খুলনা)
+ ২০০৮ সিস্টার মার্গারেট মেরী এমসি (ঢাকা)

॥খ॥ আনুষ্ঠানিক উপাসনা কি ভাবে হয়?

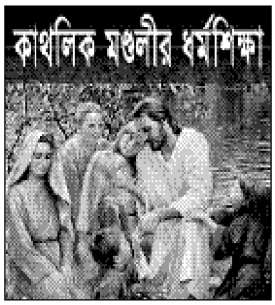

১১৭০: নিসীয় মহাসভায় (৩২৫ খ্রিস্টাব্দে) সবগুলো মণ্ডলী একমত হয়েছে এই বলে যে, পুনরুত্থান পর্ব তথা খ্রিস্টীয় নিস্তার পর্ব বসন্তকালীন মহাবিষুবের পরে প্রথম পূর্ণিমার পরবর্তী রবিবারে (নিসান মাসের ১৪ তারিখ) উদ্‌যাপিত হবে। নিসান মাসের চতুর্দশ দিন গণনার ভিন্ন-ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহারের কারণে পুনরুত্থানের তারিখ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোতে এক নয়। এই কারণে খ্রিস্টমণ্ডলীগুলো সাম্প্রতিকালে একটা মতৈক্যে পৌঁছবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যাতে পুনরায় প্রভুর পুনরুত্থান একই তারিখে উদ্‌যাপন করা যায়।

১১৭১: পূজনবর্ষে একই নিস্তার-রহস্যের বিভিন্ন দিক প্রকাশিত হয়। একইভাবে দেহধারণ রহস্যকে কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন পর্বের চক্র আবর্তিত হয় (দূতসংবাদ, বড়দিন, আত্মপ্রকাশ)। এই পর্বগুলো আমাদের পরিত্রাণের সূচনার স্মৃতি-উৎসব করে এবং নিস্তার-রহস্যের প্রথম বলয়সমূহ আমাদের নিকট পৌঁছে দেয়।

পূজনবর্ষে সিদ্ধগণের পর্বোৎসব

১১৭২: "খ্রিস্টের ত্রাণ-রহস্যের এই বর্ষচক্র উদ্‌যাপনের পুণ্য খ্রিস্টমণ্ডলী বিশেষ ভালবাসা সহকারে ঈশ্বর-জননী ধন্যা মারীয়াকে সম্মান করে থাকে। তিনি তাঁর পুত্রের ত্রাণকার্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। পরিত্রাণের শ্রেষ্ঠফল তার মধ্যে দেখে খ্রিস্টমণ্ডলী মুগ্ধ ও প্রশংসামুখর; খ্রিস্টমণ্ডলী যা চায় এবং নিজেই যা পূর্ণভাবে হতে আশা করে , তারই একটি নিখুঁত প্রতিচ্ছবি মারীয়ার মধ্যে দেখে আনন্দে তা ধ্যান করে থাকে।

১১৭৩: যখন বর্ষচক্রে সাক্ষ্যমর ও অন্যান্য সিদ্ধগণের স্মৃতি পালন করা হয়, খ্রিস্টমণ্ডলী তখন নিস্তার-রহস্য ঘোষণা করে, তাদেরই মধ্যে "যারা কষ্টভোগ করেছেন এবং খ্রিস্টের সঙ্গে মহিমান্বিত হয়েছেন। খ্রিস্টমণ্ডলী ভক্তদের নিকট দৃষ্টান্তরূপে তুলে ধরেন সকল সাধু-সাধ্বীদের যারা সব মানুষকে খ্রিস্টের মাধ্যমে পিতার নিকট টেনে আনেন এবং তাদের গুণাবলী মাধ্যমে খ্রিস্টমণ্ডলী ঈশ্বরের অনুগ্রহ যাচ্‌না করে থাকে।"

প্রাহরিক প্রার্থনা-অনুষ্ঠান

১১৭৪: খ্রিস্টের রহস্য, তাঁর দেহধারণ ও নিস্তরণ, যা আমরা খ্রিস্টযাগে, বিশেষভাবে রবিবাসরীয় সমাবেশে উদ্‌যাপন করে থাকি, তা প্রাহরিক প্রার্থনা তথা "মাণ্ডলিক প্রার্থনা" অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিটি দিনের প্রতিটি প্রহরে প্রবেশ করে এবং তাতে রূপান্তর ঘটায়। "অবিরাম প্রার্থনা কর" এই প্রৈরিতিক প্রেরণাদানের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে প্রাহরিক প্রার্থনা-অনুষ্ঠান "এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যাতে ঈশ্বরের প্রশংসার মাধ্যমে দিবারাত্রির সকল প্রহর পবিত্র করা হয়।" খ্রিস্টমণ্ডলীর (এই) আনুষ্ঠানিক প্রার্থনায়" বিশ্বাসীবর্গ (যাজকমণ্ডলী, সন্ন্যাসব্রতীগণ ও ভক্তসাধারণ) দীক্ষাস্নাতদের রাজকীয় যাজকত্ব সাধনা করে। খ্রিস্টমণ্ডলী কৃর্তক "অনুমোদিত রীতিতে" যখন অনুষ্ঠিত হয়, তখন এই প্রাহরিক প্রার্থনা-অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে "সত্যিকারে বধূর নিজের কণ্ঠস্বর, বরের প্রতি উচ্চারিত কণ্ঠস্বর...। এই প্রার্থনাটি স্বয়ং খ্রিস্টের প্রার্থনা, যা তিনি তাঁর দেহরূপ মণ্ডলীর সঙ্গে একত্রে পিতার নিকট নিবেদন করেন।"

ফাদার ডেভিড ঘরামী

প্রভু যিশুর পবিত্রতম দেহ-রক্তের মহাপর্ব (খ্রিস্টের দেহোৎসব)

১ম পাঠ : যাত্রা ৩৪: ৪-৬, ৮-৯

২য় পাঠ : ২ করি ১৩: ১১-১৩

মঙ্গল সমাচার : যোহন ৩: ১৬-১৮

আমি জীবনময় খাদ্য ও পানীয়

আজকের পবিত্রতম খ্রিস্টযাগে আমরা স্মরণ করি যে, প্রভু যিশু পবিত্র খ্রিস্ট-প্রসাদের মধ্যদিয়ে আমাদের সকলের অন্তরে বাস করতে চান। তিনি জীবনময় রুটি। তিনি প্রাণময়। তিনি জীবন্ত।

আমরা কাথলিক খ্রিস্টানগণ ভাগ্যবান। ঈশ্বর অনুগ্রহ প্রাপ্ত বিশ্বাসী মানুষ আমরা, যারা প্রতিদিন বা প্রতি রবিবার পবিত্রতম খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করি, তাঁর সকল আদেশ মেনে চলি এবং প্রভু যিশুর পবিত্রতম দেহ-রক্ত গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে টেবারনেক্যাল/ খ্রিস্টপ্রসাদীয় সিন্দুক-এ পরিণত হই। যেখানে প্রভু যিশুর পবিত্রতম দেহ-রক্ত সংরক্ষণ করা হয়।

যিশু বলেন, আমি তোমাদের সত্যি-সত্যিই বলছি,... যে আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে শাশ্বত জীবন পেয়েই যায়। সত্যিই তো প্রভু যিশুর পবিত্রতম দেহ-রক্ত আমাদের শাশ্বত জীবন লাভের কারণ।

প্রতিদিন যে কোন যাজক, ধর্মপাল, কার্ডিনাল, পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় বিশ্বের যে কোন স্থানে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন যেখানে সেই সময় উৎসর্গীকৃত খ্রিস্ট-প্রসাদীয় রুটি ও দ্রাক্ষারস প্রভু যিশুর পবিত্রতম দেহ-রক্তে রূপান্তরিত হয়। যিশুর দেওয়া শক্তি ও ক্ষমতাবলেই তা সম্পন্ন হয়, কোন ব্যক্তির পুণ্যতার উপর তা নির্ভরশীল নয়। প্রভু যিশু ভালভাবেই জানতেন এ জগতের মানুষের জন্য তাঁর উপস্থিত কতটা প্রয়োজন। কিন্তু পিতার ইচ্ছায় নির্দিষ্ট সময়ে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয় ও স্বর্গে উন্নীত হতে হয়। কিন্তু তিনি তাঁর ভালবাসা ও দয়ায় সাধারণ রুটি ও দ্রাক্ষারসের আকারে নিজেকে রেখে যান জগতের মানুষের কাছে। যাতে করে প্রতিদিনের খাদ্য ও পানীয়ের মতো তারা যিশুকে কাছে পেতে পারেন।

যিশু রুটি ও দ্রাক্ষারসের আকারে আমাদের মাঝে এখনও জীবন্তভাবে উপস্থিত। খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করে আমরা আত্মিক শক্তি পাই। যে শক্তির গুণে আমরা জগতের মন্দতার বিরুদ্ধে লড়াই করি। তাই যখনই আমরা খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করি। তখন যিশু আমার মধ্যে প্রবেশ করছেন, এ উপলব্ধি যেন অনুভব করি। যিশুকে পেয়ে আমি জীবন্ত হই এবং আমার মধ্য দিয়ে যিশুর উপস্থিতি যেন আরো জীবন্ত হয়ে ওঠে, সেলক্ষ্যে আমাদের জীবন পথ পরিচালনা করতে হয়।

অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, জার্মানী, ইতালী, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, পতুর্গাল, ভেনিজুয়েলা ও আর্জেন্টিনাসহ বিশ্বের বিভিন্নদেশে বিভিন্ন সময় আশ্চর্যভাবে খ্রিস্টপ্রসাদ সত্যিকারভাবে প্রভু যিশুর পবিত্রতম দেহ-রক্তে রূপান্তরিত হয়েছে।

১৯৯৬ খ্রিস্টবর্ষে আর্জেন্টিনা দেশের রাজধানীর এক গির্জায় আশ্চর্যজনকভাবে পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদে রূপান্তরিত হয়েছিল। যাজক যখন খ্রিস্টযাগে খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণ করছিলেন সে সময় ছোট্ট একটু কণা নিচে পড়ে গেলে উপস্থিত কোন একজন বিশ্বাসী ভক্তা তা লক্ষ্য করছিলেন এবং খ্রিস্টযাগ শেষে যাজকের কাছে তা জানালে পর তারা দেখতে পেয়েছিলেন ছোট্ট রুটির টুকরাটুকু এক-টুকরো কাঁচা মাংস-এর অংশ। পরে সেই মাংস টুকরো বিভিন্নভাবে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে জানা গেল এই মাংস একজন এবি পজেটিভ ব্যক্তির মাংস। এই মাংস তাঁর শরীরের হৃদয় থেকে দেওয়া মাংস।

এই আশ্চর্যময় ঘটনা আমাদের স্মরণ করে দেয় প্রতিদিন খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের প্রভু যিশু যে দেহ ও রক্ত আমাদের অনুগ্রহ করে দান করেন তা হলো তাঁর হৃদয় থেকে দেওয়া মাংস। যা প্রেমময়, ভালবাসাপূর্ণ এবং জীবন্ত।

আমাদের দেশে যারা সেমিনারী, বিভিন্ন গঠনগৃহে, নভিশিয়েটে, কনভেন্টে থাকেন অপেক্ষাকৃত তারা অন্য অনেক খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের চেয়ে ভাগ্যবান। তারা সাক্রামেন্তিয় আরাধনা করতে অন্য অনেক খ্রিস্টানদের চেয়ে বেশি সময় ও সুযোগ পান। আমরা যাজকগণ আর্শিবাদিত (কনসেক্রেটট)। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের মধ্য দিয়ে এবং অপূর্ব এই মহাদান গ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রতিদিন যিশুকে নিয়ে আমাদের দিনের যাত্রা আরম্ভ করি।

প্রভু যিশুর পবিত্রতম দেহ-রক্তের মহাপর্বে দিনে আমরা আমাদের কাথলিক খ্রিস্টবিশ্বাসে দৃঢ় হই। তিনি আমাদের শাশ্বত জীবন দান করেন। যিশু বলেন, খ্রিস্টযাগে উৎসর্গীকৃত ... এই রুটি যে খায় সে অনন্তকাল বেঁচেই থাকবে। প্রতিদিন অনন্ত জীবন লাভ করার প্রত্যাশা নবায়ন করতে, শাশ্বত জীবন উপলব্দি করতে আজ প্রভু যিশুর পবিত্রতম দেহ-রক্তের মহাপর্ব আমাদের সচেতন করবে। আমাদের খ্রিস্টমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু যিশুর দেহরক্ত দান বা খ্রিস্টপ্রসাদের বিতরণের কাজে মণ্ডলীর বিশ্বস্ত ও উদার থাকছেন বলে।

পুণ্যময়ী মা মারীয়া এর মধ্যস্থতায় আমরা যেন যিশুর দেখানো শিক্ষায় দৃঢ়-বিশ্বাস নিয়ে শাশ্বত জীবন লাভের প্রতাশায় প্রস্তুত হতে পারি॥

ত্রিত্বকেন্দ্রিক খ্রিস্টীয় জীবন

ফাদার নরেন জে. বৈদ্য

নিছক যুক্তি বুদ্ধি নিয়ে আমরা ত্রিত্ব রহস্য বুঝতে পারি না। ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের অনির্বচনীয় রহস্য আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানোপলব্দিতে বুঝে উঠতে অক্ষম। কারণ ঈশ্বরের রূপ আমাদের রূপের উর্ধ্বে স্থাপিত। আমরা যা পারি, তা হলো ঈশ্বরের এই পরম বিস্ময়কর রহস্যে অভিভুত বিশ্বাসে আর ভালবাসায় তাঁর প্রশংসা ও মহিমা করতে। ঈশ্বরকে তাঁর ঐশ্বরিক স্বরূপে আমাদের মানবীয় জ্ঞানে বুঝে উঠা সম্ভব নয়। বিশ্বাসের গভীরতায় আমরা ত্রিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি এবং ত্রিত্বের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি। মণ্ডলীর পিতৃগণের লেখা থেকেও প্রমাণিত হয় যে, অসীম ত্রিত্বকে কেউ সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারেনি। ত্রি-ব্যক্তির জীবনাদর্শ অনুকরণই হলো এ রহস্য বুঝবার একমাত্র পথ।

ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর আমাদের বিশ্বাস, জীবন ও উপাসনার কেন্দ্র

আমরা ত্রিত্ব পরমেশ্বরের নামে সৃষ্টি হয়েছি ও দ্রীক্ষাস্নাত হয়েছি। উপাসনা,প্রার্থনা, খ্রিস্টযাগ আরম্ভ হয় ত্রিত্ব ঈশ্বরের নামে। "ঈশ্বর বললেন, আসুন, আমরা নিজ প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করি" *(আদি ১: ২৬)*। প্রভু যিশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ, ঈশ্বরের ভালবাসা ও পবিত্র আত্মার সাহচর্য তোমাদের সকলকে নিত্যই ঘিরে রাখুক" *(২ করি ১৩:১৩)*।" তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষদের আমার শিষ্য কর, পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর" *(মথি ২৮: ১৯)*। ত্রি ব্যক্তি পরমেশ্বর আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্র। We see in the Blessed Trinity the reality of unity and equality in the face of diversity. The father is the Creator, the Son is the Redeemer and the Holy Spirit is the Sanctifier. They are different Divine persons, but they are all equal in Divine Being. The Awesome One, the Awesome Lover, the Awesome Power

বাইবেলে ত্রিত্ব ঈশ্বরের ধারণা ও স্বরূপ

ক) পিতা কি ঈশ্বর? আমার পিতা আজও কাজ করে চলেছেন আর আমিও তেমনি কাজ করি...পরমেশ্বরকে তিনি নিজের পিতা বলতেন আর এইভাবে পরমেশ্বরের সমান বলে নিজেকে দাবীও করতেন *(যোহন ৫: ১৭-১৮)*। ধন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের ঈশ্বর ও পিতা, ধন্য সেই করুণানিধান পিতা, সমস্ত সান্তনার উৎস সেই পরমেশ্বর *(২য় করি ১:৩)*। যে আমাকে সত্যিই ভালবাসে, সে আমার বাণী মেনে চলবে। তাহলে আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন এবং আমার পিতা ও আমি তার কাছে আসব এবং তার সঙ্গেই বাস করব" *(যোহন ১৪:২৩)*।

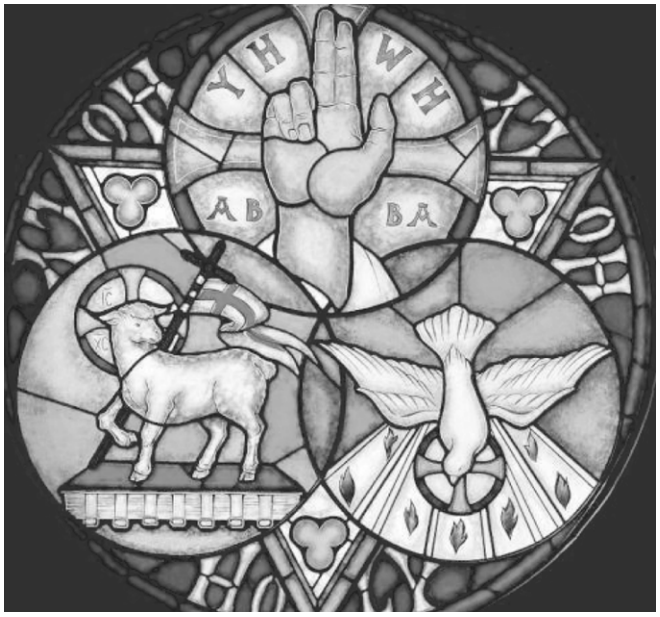

খ) পুত্র কি ঈশ্বর? আমার পিতা আমারই হাতে সমস্ত কিছু তুলে দিয়েছেন। পিতা ছাড়া আর কেউই পুত্রকে জানে না আর পিতাকে কেউ জানে না শুধু পুত্র ছাড়া *(মথি ১১:২৭)*। টমাস বলে উঠলেন, প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার *(যোহন ২০:২৮)*।

গ) পবিত্র আত্মা কি ঈশ্বর? ঈশ্বরের সেই আত্মা যিনি তিনি তোমাদের অন্তরে বাস করেন *(১ করি ৩:১৬)*। পরমেশ্বরের আত্মা যিনি তিনি ছাড়া আর কেউই পরমেশ্বরের অনতরের কথা জানতে পারে না *(১ করি ২:১১)*। তুমি পবিত্র আত্মার কাছে এমন মিথ্যা কথা বলতে পারলে ?... মানুষের কাছে নয়, তুমি তো পরমেশ্বরের কাছেই মিথ্যা কথা বললে! *(শিষ্যচরিত ৫:৩-৪)*

ত্রিত্ববাদ বিশ্বাসের পরিচয়ঃ

In what God do you believe in? In the Blessed Trinity the reality of unity and equality in the face of diversity. They are different Divine Persons, but they are all equal in Divine Being. A communion of love, unity and Equality. আমরা যখন ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কন করি, তখনই ত্রিত্ববাদে অটল বিশ্বাসের পরিচয় দিয়ে থাকি। আমরা ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দিয়ে স্নেহভাজনদের আশীর্বাদ করি। শ্রদ্ধাভাজনগণ ক্রুশ চিহ্ন দিয়ে আশীর্বাদ করেন। যে কোন প্রার্থনার আগে বা পরে আমরা ক্রুশ চিহ্ন করি। ঘর থেকে বের হবার সময়ও ক্রুশ চিহ্ন করি।

ত্রিত্ব স্তব আবৃত্তি দ্বারা আমরা ত্রিত্বের প্রতি সম্মান ও বিশ্বাসের গভীর সঙ্কেত প্রদর্শন করি। আমরা বলি, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার জয় হউক- আদিতে যেমন হইত, এখনও যেমন হইতেছে এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। সমস্ত সাক্রামেন্ত অনুষ্ঠান পবিত্র ত্রিত্বের নামে সুসম্পন্ন করা হয়। আমাদের পরজীবনের শেষে সমাধিস্থানে আমাদের মৃতদেহের উপর পুরোহিত যে সর্বশেষ কাজটি করেন, তাও হলো ক্রুশের চিহ্ন।

ত্রিত্বকেন্দ্রিক খ্রিস্টীয় জীবন

দীক্ষাস্নানে আমরা পবিত্র ত্রিত্বের কাছে উৎসর্গকৃত হয়েছি। দীক্ষাস্নানেই আমরা পবিত্র ত্রিত্বের জীবন ও কাজে সহভাগিতা করি। ত্রিত্বের নামে দীক্ষিত হয়ে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে ও সকল মানুষের সঙ্গে এক হয়ে ন্যায়, শান্তি ও একতা সম্পর্ক গড়ে তোলার আহ্বান পেয়েছি। ত্রিত্বের জীবন

সহভাগিতা ও জীবন, প্রেমের ও প্রচারের জীবন। যতই আমাদের মধ্যে প্রেম ও সহভাগিতা থাকে ততই পবিত্র ত্রিত্বের জীবন আমাদের মাঝে ফুটে উঠে।

পবিত্র ত্রিত্বের একত্ব

পিতা যখন জগত সৃষ্টি করেছেন তখন পুত্র ছিল সেই বাণী যার দ্বারা পিতা সবকিছু সুচারুভাবে রচনা করেছেন। পুত্র যখন মুক্তি সাধন করেছেন তখন পিতা ও আত্মা তাঁর অন্তরে নিবাস স্থাপন করেছেন। পঞ্চাশত্তমীর পর থেকে আত্মার মধ্যদিয়ে পিতা ও পুত্র মানব জাতিকে পূর্ণ সত্যের পথে চালিত করে চলেছেন। ত্রিত্ব ঈশ্বরের ঐক্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেন, ঈশ্বর হলেন সূর্যের মত। খ্রিস্ট হলো সূর্যের উত্তাপ এবং পবিত্র আত্মা হলো সূর্যের আলো।

সাধু আথানাসিয়াস বলেছেন, ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর সকলের উর্ধ্বে, সকলের কাছে ও সকলের অন্তরে আছেন। পিতা আদি কারণ ও উৎস হিসেবে তিনি সকলের উর্ধ্বে তিনি আবার সকলের কাছে কেননা পুত্রের মধ্য দিয়েই তিনি সকলের কাছে ক্রিয়াশীল; তিনি আবার সকলের অন্তরে, কারণ পবিত্র আত্মায় তিনি সকলের অন্তরে উপস্থিত।

পিটার লাম্বার্ড বলেছেন, ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের মধ্যে সত্বার দিকে থেকে কম বেশি নেই। পবিত্র ত্রিত্বের একই নির্যাস বা উপাদান থেকে একই নির্যাস সৃষ্টি হয়। কোন অংশে তারা কম বেশি হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আগুন থেকে আগুন নিলে আগুন সব দিক থেকে একই থাকে। আগুণের কার্যকারিতা ও তাপ কোন অংশে কমবেশি থাকে না। তাই ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর সমান গুণসম্পন্ন ও মহৎ। তিনজনই অনাদিকাল থেকেই একই সঙ্গে বিরাজ করছেন। যদিও তারা মিলিতভাবে কাজ করেন তবুও তাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন কাজ আরাাপিত আছে। যেমন পিতা ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টির কাজ, পুত্র ঈশ্বরের মুক্তির কাজ এবং পবিত্র আত্মার পবিত্রীকরণের কাজ।

উপসংহার

ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের রহস্য হলো খ্রিস্টধর্মের গভীর ও মৌলিক রহস্য। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা ত্রিব্যক্তি ঈশ্বরের সাথে আমাদের জীবন ও পরিত্রাণ অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। যিশু নিজে ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের গভীর নিগুঢ় রহস্য প্রকাশ করেছেন, আমরা যেন সেই রহস্যাবৃত জীবনে প্রবেশ করতে পারি। আমি চাই, সকলেই যেন এক হয়ে ওঠে। পিতা, তুমি যেমন আমার মধ্যে আছ আর আমি রয়েছি তোমারই মধ্যে, তারাও যেন তেমনি আমাদের মধ্যে থাকে *(যোহন ১৭:২১)*। আমরাও পবিত্র আত্মার সাহচর্যে এই অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি যে, ঈশ্বরের সঙ্গে ও মানুষের সঙ্গে প্রেমের দ্বারা মিলন বন্ধন স্থাপন করলে একতা আসবে। পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্বোৎসবে আমরা প্রত্যেকেই ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের অনুপম ভালবাসায় একতা ও সহভাগিতা অভিজ্ঞতায় আপ্লুত হই। Be a Trinitarian Person. Live in Love Be a Trinitarian Community. Live in Unity. Do we live Trinitarian lives? What is our relationship with the Trinity – Father, Son, and the Holy Spirit.❑

প্রকৃতি ও পরিবেশের অনন্য প্রেমিক প্রভু যিশু

(১২ পৃষ্ঠার পর)

প্রকৃতি ও পরিবেশকে জানতে ও ভালবাসতে হলে এর গভীরে প্রবশ করতে হয়। প্রভু যিশুর জীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, তিনি সবসময় প্রার্থনার জন্য নির্জন ও নিরিবিলি স্থান বেছে নিতেন। "তিনি সময় পেলেই কোন না কোন নির্জন জায়গায় চলে যেতেন, সেখানে গিয়ে তিনি প্রার্থনা করতেন" *(লুক ৫: ১৬)*। "পরের দিন সকালে, ভোরের অনেক আগেই উঠে তিনি বেড়িয়ে পড়লেন। নির্জন একটি জায়গায় গিয়ে তিনি সেখানে প্রার্থনা করতে লাগলেন" *(মার্ক ১: ৩৫)*। প্রভু যিশু খ্রিস্টের মহিমময় মৃত্যুর পূর্বে তিনি গাধার পিঠে চড়ে রাজকীয় মর্যাদায় জেরুসালেমে প্রবেশ করেছিলেন। আর ইস্রায়েলীয়রা তাঁকে সেই রাজকীয় সম্মান প্রদানের জন্য গাছের ঢাল ও খেঁজুর পাতা রাস্তায় বিছিয়ে দিয়েছিল। জেরুসালেমে শিষ্যদের সঙ্গে শেষ ভোজের সময় তিনি প্রকৃতি প্রদত্ত মাটির ফসল রুটি ও দ্রাক্ষারসের আকারে নিজের দেহ ও রক্তকে মানব-মুক্তির জন্য নিবেদন করেছিলেন *(মার্ক ১৪: ২২-২৪)*। তিনি গ্রেপ্তারকারীদের হাতে আত্মসমর্পণ করার পূর্বে জৈতুন পর্বতের গেথ্‌সিমানী বাগানে গিয়ে পিতা ঈশ্বরের চরণে মর্মবেদনায় জর্জরিত হয়েছিলেন। তিনি সেখানে চরম দুঃখ-যন্ত্রণায় মাটির ওপর উপুর হয়ে পড়ে পিতার নিকট আর্তনাদ করেছিলেন *(মথি ২৬: ৩৯)*।

শাসকভবনে কশাঘাত ও নিষ্ঠুর বিদ্রুপের সময় সৈন্যরা প্রভু যিশু খ্রিস্টের মাথায় কাঁটার মুকুট আর হাতে নলডাঁটার একটি লাঠি দিয়েছিল। আর শেষে কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছিল যুগ-যুগান্তরের সকল পাপী মানুষের পাপের বোঝাস্বরূপ কাঠের ভারী ক্রুশ। প্রভু যিশুর মৃত্যুর সময় বেলা বারোটা থেকে সারা দেশ ছেঁয়ে গিয়েছিল গাঢ় অন্ধকারে। বেলা তিনটা পর্যন্ত তেমনি অন্ধকারই ছিল। হয়তো প্রকৃতি তাঁর এই প্রেমিকের মরণ-যন্ত্রণা ও ক্রুশীয় মৃত্যু সহ্য করতে পারেনি। মেনে নিতে পারেনি। এছাড়া মৃত্যুর পরও প্রকৃতি ও পরিবেশে দেখা দিয়েছিল যুগান্তরের যতসব অদ্ভূত ও আশ্চর্য ঘটনা; যা পৃথিবীতে আর কখনোই কারো বেলায় ঘটবে না। কথায় আছে, দয়ালু ঈশ্বর যে কোন অন্যায় মেনে নিলেও প্রকৃতি কখনোই কোন অন্যায় মেনে নেয় না। "তখন সারা দেশে হঠাৎ প্রবল ভূমিকম্প হল, পাহাড়ের বড় বড় পাথরগুলো ফেঁটে গেল, খুলে গেল যত সমাধিগুহার মুখ" *(মথি ২৭: ৫১-৫২)*। প্রকৃতি ও পরিবেশের অনন্য প্রেমিক প্রভু যিশু খ্রিস্ট মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়ে স্বর্গস্ত পিতার ডান পাশে অধিষ্ঠিত আছেন। আমরা বিশ্বাস করি তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণে এই জগতে পুনরাগমন করবেন। তাঁর সেই গৌরবময় আগমনের দিনেও প্রকৃতি ও পরিবেশ এক অপূর্ব ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকবে। সাধু মথি রচিত মঙ্গলসমাচারে (২৪: ২৯-৩০) তিনি তা-ই ব'লে গেছেন, "সেদিন সূর্য হঠাৎ ঢেকে যাবে অন্ধকারে, চাঁদ আর আলো দেবে না, তারানক্ষত্র আকাশ থেকে খসে পড়বে এবং নভোমণ্ডলের যত প্রাকৃতিক শক্তি, সবই তখন আলোড়িত হবে।...তখন তোমরা দেখতে পাবে, মানবপুত্র মহাপরাক্রমে মহাগৌরবে আকাশের মেঘবাহনে আসছেন"॥ ❑

স্বর্গের ঠিকানায় লেখা বাবাকে আমার প্রথম চিঠি

লিলি কস্তা

'বাবা, ও বাবা', তুমি তো কোন ফ্রেমে বন্দি ছবি নও। সর্বদাই যেন আমার বাড়ীর চারপাশে তুমি আছ। সোফায়, বিছানায়, খাবার টেবিলে, বাগানে সব জায়গায়। চলে গেলে বাবা তুমি অনেক স্মৃতি দিয়ে, যা আমাকে এখনো ভাবায় আর কাঁদায়।

তুমি আছো আমার রক্তে মাংসে, হৃদয়ে, মননে, শিক্ষায়, আদর্শে আর যাপিত জীবনে। ১০ ডিসেম্বর তোমার ৮৮ তম জন্মদিন ছিল।

বাবা তোমার মৃত্যু, এ যেন আমার কাছে এক বটবৃক্ষের মৃত্যু। অনেক বছর ধরে অনেক মানুষকে, আমাদের সবাইকে বুকে আগলে রেখে, অনেক মানুষকে তপ্ত রোদে সুনিবিড় শীতল ছায়া বিলিয়ে নিজের সময়ানুসারে নিরবে চলে যাওয়া যেন।

অস্তমিত সূর্যের গোধূলী লগ্নে দিশাহীন পথপ্রান্তে বসে মন যখন সুদূর অতীতের দিকে ফিরে তাকায়, তখন পাওয়া আর না পাওয়া থেকে পেয়ে হারানোর ব্যাথাটাই বড় হয়ে দেখা দেয়।

Human Life is Very short . মানুষ মানুষকে অতি সহজে ভুলে গেলেও, স্মৃতির পাতায় ধুলো জমে অক্ষর গুলো একেবারে অস্পষ্ট হয়ে যায় না। তাই মাঝে মাঝে কোন নাম বা ঘটনা মনে পড়ে যায়।

বাবা, তোমার মনে আছে, হয়ত মনে নেই আমি কিন্তু ভুলিনি। আমরা তখন তোমার চাকুরীর সুবাধে চট্টগ্রামের কাপ্তাই এ থাকতাম। প্রতিদিন বিকেলে তোমার কাজের অবসরে তুমি আমাদের ভাই বোনদের নিয়ে ফুটবল খেলা দেখতে যেতে আর বাদাম কিনে তা ছিলে ছিলে আমাদের খাওয়াতে।

এরই মাঝে একদিন দাদাও আমাকে নিয়ে বিকেলে তোমার অফিসের বস ইসহাক সাহেবের জিপ গাড়ীটি নিয়ে অফিসের কোন কাজের জরুরী কাগজ রঞ্জিত বাবু আঙ্কেল এর বাসায় দিতে গিয়েছিল। আমাকে আর দাদাকে পেছনের সীটে বসিয়ে কি মনে করে যেন গাড়িটা চালু রাখাবস্থায় পার্ক পয়েন্টে দিয়ে চলে গিয়েছিল। হয়ত ভেবেছিল ৫ কদম এরই তো পথ। এক্ষুনিই তো চলে আসব।

কিন্তু টিলার উপরে সোহেলদের বাংলো বাসা থেকে সোহেলর অতি উৎসুক বড় ভাই নোবেল ভাই (যে কিনা দাদার নিত্য দিনের ডাঙ্গুলী ও মার্বেল খেলার সাথী) জিপ গাড়ির খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে দাদার সাথে গল্প জুড়ে দিল। আমাদের তখন কি-ই বা বয়স। আমি হয়ত তৃতীয় শ্রেনিতে পড়ি আর দাদা বোধ হয় চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। নোবেল ভাইয়া পড়তেন বোধ হয় পঞ্চম শ্রেণিতে। কথার ফাঁকে হঠাৎই অন্যমনস্কভাবে না বুঝে ভাইয়া গাড়ির গিয়ারে চাপ দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটি ধীর গতিতে চলতে থাকে পাহাড়ী পথ ধরে। আশে পাশে তেমন গাড়ির চলাচল নেই। তাই কোন বিপদ হয়নি। নোবেল ভাইয়া অবস্থা বেগতিক দেখে দৌড়ে পালাল। আর ভিতরে আমি আর দাদা বিশেষত, আমি, বাবা, বাবা করে গগন বিদারী চিৎকারে আশপাশ কম্পিত করতে লাগলাম। তুমি সবে রঞ্জিত বাবু আঙ্কেদের গেইট ছেড়ে বেরিয়েছো হঠাৎই গাড়ির অবস্থা দেখে তুমি যে কি জোরে দৌড় দিয়েছিলে, নিজের জীবন বাজি রেখে এক লাফে জিপ গাড়ীর জানালা খুলে গাড়িতে উঠেই প্রথমে হার্ড ব্রেক করে গাড়িটি থামিয়েছিলে। তোমার সেই উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ের দৃশ্য আজও স্মৃতিতে জ্বলজ্বল। জানি না দাদার মনে আছে কিনা? আমাদের দুই ভাই বোনকে বাঁচাতে নিজের জীবন বাজি রেখেছিলে, অথচ দেখো আমরা তো তোমাকে এত চেষ্ট করেও বাঁচাতে পারলাম না। তুমি চলে গেছ দূরে, বহু দূরে। বাবা তুমি আমাদের আরও কিছুদিন সময় দিলে না কেন। কেন চলে গেলে!

যাবেই তো। যাবার তো সময়ও হয়ে এসেছিল। আরও একদিনের কথা মনে পড়ে। তুমি তখন বাহরাইনের মানামাতে চাকরী করতে। লিটন (ছোট ভাই) তখন বেশ ছেট। ৬/৭ বছর বয়স হবে। গ্রামে ছুটিতে বাড়িতে এসে লিটনকে নিয়ে কোন্দা চড়ে তুরাগ নদী লাগোয়া পাইনা ঘাট বিলে আমাদের জমি থেকে কচুরীপনা আনতে গিয়েছিলে। হঠাৎই আচমকা ঝড়ো হাওয়ার দোলায় কোন্দাটি ডুবে যায় আমাদের দুজনের ভার সইতে না পেরে। সেই তুমি লিটনকে কাঁধে নিয়ে বিরাট বড় বিল সাঁতরে আমাদের পূর্ব বাড়ির ঘাটে এসে পৌছেছিলে। আজ সেই লিটন কত বড় হয়ে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ইংল্যা- বসবাস করছে। তোমাকে আর মাকে ইংল্যা- যাবার জন্য তড়িঘড়ি করে ১টা ছোট বাড়িও কিনেছিল। কিন্তু তার সকল চেষ্ট বিফল করে দিয়ে তুমি চলে গেলে। চলে গেলে দূর আকাশের তারা হয়ে।

আজ কেবলই মনে হয়, তুমি যা যা করেছ, যা দিয়েছ জীবন ভরে আমি, আমরা ৬ ভাইবোন কিছুই দিতে পারিনি তোমাকে সেভাবে।

রবি ঠাকুরের ভাষায় -

তোমাকে যা দিয়েছিনু সে তোমারই দান

গ্রহন করেছ যত, ঋণী তত করেছ আমায়।

আজ আরও মনে হয়, আরও কম বয়সে যদি এসব উন্নত দেশে আরও আগে যদি আসতে পারতাম, তাহলে তোমাদেরও আনতে পারতাম আরও আগে। যখন তোমাদের বয়স ছিল ৫০/৬০ বছর। কিন্তু না, হায় বিধি! সেই তো তোমাদের আনতে পারলাম, যখন প্রায় শেষ বেলা। তোই হয়ত চলে যাবার সময়ে আর ধরে রাখতে পারলাম না।

বাবা তোমার ৮৮ তম জন্মদিনে ও ১ম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমার মনের আকুতিটুকু কেবল প্রকাশ করছি। এর বেশি কিছু নয়। আমার সকল অক্ষমতা ক্ষমা কর বাবা। আমাদের আশির্বাদ করে।

সহস্র প্রনামে -

আমি লিলি।

“স্মৃতিতে তুমি অম্লান বাবা”

ব্রাদার অনিক রোজারিও সিএসসি

বাবা, স্মৃতি হয়ে রইল তোমার একটি ঘটনা। ছিলাম আমি নারিন্দাতে, পুরানো ঢাকার শহর, অতিবাহিত হল মাত্র একটি বছর। দুপুর বেলা সংবাদ পেলাম পৃথিবীতে মেজো বাবা আর নেই। শুনে খুব দুঃখ পেলাম, তাই পরিচালকের নিকট অনুমতি চাইলাম আর হয়ে গেল ছুটি। ছুটলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে এই ভর দুপুরে। চারিদিক হইচই, রাস্তায় অনেক মানুষ আর প্রচন্ড রৌদ্রের তাপ, আকাশ নির্বাক, নানান শব্দ, বাসের ভিতর ঠেলাঠেলি, সত্যিই কি অদ্ভুত। আবারও বাড়ি যাচ্ছি মনের ভেতর, নিয়ে অসীম শোক। একটিই উদ্দেশ্য দেখব শেষবারের ন্যায় মেজো বাবার মুখখানি। মেজোবাবা হল তৃতীয়তম তাদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে। আর আমার বাবা সর্ব কনিষ্ঠ অর্থাৎ ছোট। মেজো বাবার যে, কতরকম মজার, আর হরেক রকম আনন্দকর গল্প রয়েছে, তা বরাবরই মনে পড়ে খুব। তবে একটি দৃষ্টান্ত হল, যখন কেউ আরেক জনকে ডাকতো আর যদি ঐ ব্যক্তি না শুনত তখন মেজো বাবা তামাশা করে তাকে বলত যে, তুই শুনছস না ক্যান? কানের ভেতর কি চাকা মাটি ঠুকিয়ে রাখলি নাকি? সত্যিই হাস্যকর ব্যাপার। আর অবশ্যই তিনি নিরব ছিলেন তার প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডে। এবং আমাদের ছোট ছোট খেলনা তৈরি করে দিতেন, যা পেলে খুবই আনন্দ লাগত মনে। এবার ফিরে আসি আসল ঘটনাতে।

অবশেষে, বেলা ঘনিয়ে বিকাল, আমি বাড়ি যাচ্ছি আর যাচ্ছি। নিশ্চই বুঝতে কারও বাকি নেই যে, ভাইয়ের শোকে অন্য ভাইয়ের মনের অবস্থা কেমন হতে পারে? তদ্রুপ আমার বাবার অবস্থাও কিন্তু তা-ই। গভীর শোকে আচ্ছাদিত মন। অবশেষে, মিশন এসে নামলাম। নেই হাতে ফোন, বাড়ি যেতে আরও সময় লাগবে, হাতে বেশি টাকাও নেই যে বাড়িতে রিকসা করে যাব। কারন আরও এক মাইল পথ। আবারও বন জঙ্গলের রাস্তা, পুরানো অভিজ্ঞতায় বলতে পারি ভয়ের পথ, রাস্তা দিয়ে সন্ধার পর লোকজন কমই আসা-যাওয়া করে। আবারও হাতে নেই লাইট।

হঠাৎ চিন্তা হল বাবাকে ফোন করব সামনের ঐ দোকান থেকে। ঠিক যেমন চিন্তা, তেমন কাজ। ফোনটা ধরল বাবা, কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে হ্যালো, বলল বাবা। আমি বললাম বাবা, মাত্র বাস থেকে আমি নামলাম। ছোট ভাইকে সাইকেলে করে পাঠিয়ে দাও মিশন, যেন আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছতে পারি। ও দিকে বুঝতেই পারছেন বাবা খুব খোজাখুজি শুরু করে দিল ছোট

ভাইটিকে। অবশেষে পেলই না কোথাও তাকে। সুতরাং বাবার এখন কি করার আছে, সে চিন্তিত কেননা তার ছেলে আসছে বাড়িতে। আবার এদিকে সন্ধ্যা নেমে এলো তাই ছেলেকে এগিয়ে আনতেই যে হবে। কোন দিশা না পেয়ে বাবা নিজেই সাইকেলটি বের করে রওনা হলো মিশনের দিকে। এদিকে আমি ধিরে ধিরে সামনে এগোতে থাকি এ ভেবে যে, যদি কিছুটা আগেই বাড়ির ধার দেখা যায় তবে ভাল লাগবে। পথ ধরে চলতে চলতে প্রায় অর্ধেকই এসে গেলাম, কই? কোন খবরই নেই ছোট ভাইয়ের। ভাবছি যত তাড়াতাড়ি বাড়ি যাব, তা-না বরং দেরি হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু অর্ধেক পথ এসেই গেলাম তাই আরও দ্রুত হাঁটা শুরু করলাম। যখন পাশবর্তী গ্রামের দোকান গুলোর কাছাকাছি এলাম, দেখি দোকানের মিটি মিটি লাল বাতির আলোতে কেউ একজন সাইকেলে আসছে এগিয়ে। বুঝতে পারলাম তিনি হয়তো আমার আপন কেউই হবে, আর দেখি সত্যিই তিনি আমার বাবা। সাইকেলটা থামিয়ে, যাও বাড়ি যাও আমি আসছি, বললেন বাবা। আমি খুবই অবাক হলাম বাবাকে দেখে। কেননা, এত ভরাশূন্য গম্ভির মুখে তার বড় ভাইয়ের মৃত্যুতে শোকের ছায়া লেগে আছে মনে, তবুও কি-না শক্ত মনে আমাকে এগিয়ে নিতে আসল? যেখানে আমি আমার ছোট ভাইকে আশা করেছিলাম, কিন্তু সেখানে বাবা নিজেই এলো। আমি থমকে গেলাম এমন পরিস্থিতিতে সত্যিই। আমি তখন খুবই অনুভব করছিলাম যে, বাবার কত ত্যাস্বিকার, ভালবাসা, নম্রতা, মায়ামমতা ও হৃদয়ের টান রয়েছে তার সন্তানের প্রতি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বাবা উঠ পিছনে আমরা একসাথেই বাড়ি যাই। কেনই বা হেঁটে আসবে তুমি। খুব শান্ত মনে, বাবু যাও তুমি আমি হেঁটেই আসি, বললেন বাবা। বাবার এই মহান উদারতা আমাকে বেশ আকর্ষণ করল এবং বহুবার দাগ কেটেছে মনে। প্রকৃতপক্ষে, আমি মানতেই পারছিলাম না যে, এ সত্য কেমন করে হলো? সামনের দিকে বাবাকে ছাড়াই এগিয়ে যাচ্ছি ও ভাবছি খুব। কাজটা কি আমার ঠিক হলো? তাই নিজেকে দোষরোপ করতে থাকলাম। কিভাবে পারছি আমি স্বার্থপরের ন্যায় বাড়ি চলে যেতে? অতএব, আমার জীবনের জন্য শিক্ষা বাবার এই নম্রতা, অত্মদান, ভালবাসা, মায়ামমতা ও হৃদয়ের টান।

“বাবা” নামটাই অসলে ভরসা করার একটি নাম। বাবা হলো একটি গাছের শক্ত শিকড় আর তার বউ-সন্তান হলো গাছ ও ডালাপালা। সত্যিই কঠোর ছিলে তুমি বাবা। কেননা তোমার প্রকৃতি যে তা-ই বলে অবিরাম। বাস্তবে অভিজ্ঞতা করেছি বলেই লিখতে পেরেছি কিছু সত্য। বিশ্বাস করি বাবা, স্বর্গে আছো তুমি ও আমাদের আর্শিবাদ করে যাচ্ছ প্রতিনিয়তই। কবির ভাষায়, “মরে তো যাবি যা, দাগ রেখে যা”॥

প্রকৃতি ও পরিবেশের অনন্য প্রেমিক প্রভু যিশু

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি

আদিতে পরমেশ্বর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন। আর সময় পূর্ণ হলে পরমেশ্বর মানব-মুক্তি পরিকল্পনায় তাঁর আপন পুত্রকে এই পৃথিবীতে পাঠালেন। তিনি আমাদের মতই মানুষ হয়ে আমাদের সঙ্গেই বসবাস করেছেন। প্রভু যিশু খ্রিস্ট সর্ব মানবের মুক্তিদাতা। আমাদের কাথলিক মণ্ডলীর বিশ্বাস অনুযায়ী, প্রভু যিশু খ্রিস্ট শতভাগ ঈশ্বর এবং শতভাগ মানুষ। আদিতে তাঁর দ্বারাই সব-কিছু অস্বিত্ব পেয়েছিল। আর যা কিছু অস্বিত্ব পেয়েছিল, তার কোন কিছুই তাঁকে ছাড়া অস্বিত্ব পায়নি। সৃষ্টির আরম্ভ হতেই প্রভু যিশু খ্রিস্টের সাথে প্রকৃতি ও পরিবেশের ছিল অনবদ্য প্রেম। তিনি প্রকৃতিকে নিজ হাতে সাজিয়েছেন। পবিত্র বাইবেলের নবসন্ধিতে আমরা প্রভু যিশুর সমগ্র জীবন ধ্যান করলে দেখতে পাই, তিনি ছিলেন প্রকৃতি ও পরিবেশপ্রেমী। প্রকৃতি ও পরিবেশকে নিয়েই তাঁর যাপিত জীবন ও পথচলা। নাজারেথের পবিত্র পরিবারে প্রভু যিশু শৈশবেই প্রকৃতি ও পরিবেশের হাত ধরে ঈশ্বর ও মানুষের ভালবাসায় বেড়ে উঠেছিলেন। তিনি আপন পরিবারে মা-বাবার সাথে গ্রামীণ পরিবেশেই মানুষ হয়েছেন *(মথি ৩: ৫১-৫২)*।

প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে প্রভু যিশুর যে অন্তরঙ্গতা তা আমরা তাঁর জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ঘটনা এবং পুনরাগমনের প্রতিশ্রুতিতে দেখতে পাই। প্রকৃতির এই অনন্য প্রেমিকের জন্ম হয়েছিল প্রকৃতিরই সান্নিধ্যে। বেথলেহেমের এক গোয়াল ঘরে রাত্রি দ্বি-প্রহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। স্বর্গ-মর্তের রাজাধিরাজ হয়েও তিনি গৃহপালিত পশুদের মাঝে জীর্ণ গোয়ালঘরে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিলেন। জন্মের পর তাঁর প্রথম স্থান হয়েছিল জাবপাত্র। যেখান থেকে কিনা গরু ও গাধা খড়-বিচালি খায়। প্রভু যিশু সেই খড়-বিচালির মধ্যেই শীতের রাতে একটি উষ্ণতা খুঁজে পেয়েছিলেন। উষ্ণতা খুঁজে পেয়েছিলেন গৃহপালিত পশুগুলোর উষ্ণ শ্বাস-প্রশ্বাসে। প্রভু যিশু খ্রিস্টের জন্মের পরও আমরা দেখতে পাই, রাতে মাঠে মেষপাল পাহারারত রাখালদের দর্শন দিয়ে স্বর্গদূত তাঁর জন্মের কথা ঘোষণা করেছিলেন। রাখালেরা বরাবরই সাধারণ মানুষ। সমাজে তাঁদের তেমন মর্যাদা ছিল না। তারা প্রায় সময়ই সমাজের বাইরে থাকতো। তারা থাকতো প্রকৃতি ও পরিবেশের আশ্রয়ে। প্রকৃতি ও পরিবেশের মুখের দিকে চেয়েই রাখলেরা যাযাবরের মত এখনো-সেখানে তাদের মেষপাল চড়িয়ে বেড়াত। আর দিনশেষে যেখানেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসত, তারা সেখানেই মেষপাল নিয়ে থেমে যেতো। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক রাখালের শরীর ও কাপড়-চোপড় ছিল মেষের উদ্ভট যত গন্ধে ভরা। কেননা মেষদের সান্নিধ্যে থেকেই কেঁটে যায় তাদের প্রতিদিনের প্রতিটি প্রহর। অথচ এই রাখালদের কাছেই স্বর্গদূত মানব-মুক্তিদাতার প্রথম আগমনী বার্তা প্রকাশ করলেন। স্বর্গদূতের কথা শুনে রাখালেরা মাঠে মেষপাল ফেলে রেখেই বেথলেমের গোয়ালঘরে নবরাজা শিশু যিশুকে প্রণাম জানাতে এসেছিল *(লুক ২: ১৬)*। সঙ্গে করে তারা শিশু যিশুর জন্য নিয়ে এসেছিল মেষপালের কয়েকটি উত্তম মেষশাবক।

প্রভু যিশুর জন্মের চল্লিশ দিন পর কুমারী মারীয়ার শুদ্ধিক্রিয়ার সময় ইহুদি ধর্মনীতি অনুসারে সাধু যোসেফ জেরুসালেম মন্দিরে একজোড়া ঘুঘুপাখি উৎসর্গ করেছিলেন। শুধু তা-ই নয়! জগতে প্রেমিক-পুরুষ প্রভু যিশুর আগমনে আকাশ বাতাস হয়েছিল মুখরিত। বিশ্বচরাচরের সৌন্দর্য চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও তারা মেতে উঠেছিল পরমেশ্বরের বন্দনাগানে! এমনি একসময় প্রাচ্যদেশ থেকে তিনজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত রাজা হেরোদের দরবারে এসেছিলেন, ইহুদিদের নবজাতক রাজার সন্ধানে। কেননা আকাশে তাঁরই জন্মের চিহ্নস্বরূপ একটি নতুন তারা উদিত হয়েছিল। শেষে এই তিনজন পণ্ডিত নবজাতক প্রভু যিশুকে খুঁজে পেয়ে প্রণাম জানিয়ে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন প্রকৃতিরই কতিপয় উপাদান সোনা, ধূপ-ধুনো ও গন্ধনির্যাস *(মথি ২: ১-১২)*। এখানে সোনা ছিল প্রভু যিশুর রাজকীয় মর্যাদার প্রতীক, ধূপ-ধুনো যাজকীয় মর্যাদার প্রতীক এবং গন্ধনির্যাস তাঁর গৌরবময় মৃত্যুর প্রতীক। নাজারেথের পবিত্র পরিবারের প্রধান চালিকা-শক্তি ছিলেন সাধু যোসেফ। পেশায় তিনি ছিলেন ছুঁতোর মিস্ত্রি। কাঠের কাজ করেই তিনি পবিত্র পরিবারের ভরণ-পোষণ করতেন। আমাদের কাথলিক মণ্ডলীর সর্বজনপ্রিয় পবিত্র পরিবারের কয়েকটি ছবিতে আমরা দেখতে পাই, সাধু যোসেফ বাড়িতে কাঠের আসবাবপত্র তৈরি করছেন। পাশে কুমারী মারীয়া বসে-বসে কাপড় সেলাইরত। আর বালক যিশু তাঁর বাবাকে প্রয়োজনীয় কাঠ, পেরেক, বাঁটলি বা হাতুরি এগিয়ে দিচ্ছে। কখনোবা বাবাকে কাঠ কাঁটতে সাহায্য করছে। ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে পবিত্র পরিবারের আরেকটি ছবিতে দেখেছি, সাধু যোসেফ বাড়ির উঠানে কাঠের কাজে ব্যস্ত। অদূরে মা মারীয়া কুয়ো থেকে জল তুলছে। আর ছোট্ট

যিশু ডানহাতে একটি ঘটিতে ক'রে জল আনছে এবং বামহাতের তালুতে একটি কবুতর বসিয়ে রেখেছে। এই ছবিগুলো শিল্পীমনের কাল্পনাপ্রসূত হলেও বাস্তবতার সাথে অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ। এখানে আমরা স্পষ্টত-ই অনুধাবন করতে পারি, প্রভু যিশু শৈশব থেকেই তাঁর বাবার মত কাঠের কাজের সঙ্গে *(মথি ৬: ৩)*, তথা প্রকৃতির প্রেমে মগ্ন থাকাতে অভ্যস্ত ছিলেন। আবার নাজারেথ ও এর আশে-পাশের অঞ্চলের মানুষের কাছে প্রভু যিশু খ্রিস্ট ছুঁতোর মিস্ত্রির ছেলে *(মথি ১৩: ৫৫)* হিসেবেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। আপন প্রেরণকর্ম আরম্ভ করার পূর্বে তিনি দীক্ষাগুরু যোহন কর্তৃক জর্দান নদীর জলে অবগাহিত হয়ে দীক্ষাস্নাত হন। দীক্ষাস্নান শেষে জল হতে উঠে আসার সময় স্বর্গ থেকে পবিত্র আত্মা কপোতের আকারে তাঁর উপর নেমে এসে অধিষ্ঠান করেন। এরপর যিশু সেই পবিত্র আত্মার দ্বারাই মরুপ্রান্তরের যান। আর সেখানে চল্লিশদিন চল্লিশরাত তিনি প্রকৃতি ও পরিবেশের আশ্রয়ে পিতা ঈশ্বরের একান্ত সান্নিধ্যে থাকেন। মরুপ্রান্তরে তিনি বন্য পশুদের মধ্যে থেকে উপবাস ও ধ্যান-প্রার্থনায় সময় অতিবাহিত করেছেন। মরুপ্রান্তরের এই সময়টাতেও প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়ে উঠে।

বলা বাহুল্য, প্রভু যিশু খ্রিস্ট মানুষ হয়েছিলেন প্রকৃতির কোলে হেসে-খেলে। তিনি সময় পেলেই প্রকৃতির মধ্যে হারিয়ে যেতেন। তিনি সাগর তীরে, নদীর পাড়ে, বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠে, পাহাড়ি পথে, ক্ষেতের আলে এবং নৌকায় চড়ে নদীতে প্রায়ই ঘুরে বেড়াতেন। ঘুরে বেড়াতেন নাজারেথের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে। কখনোবা নদীতে জেলেদের সঙ্গে মাছ ধরতেন। কখনোবা মাঠে চাষীদের কাজে সাহায্য করতেন। কখনোবা বন্ধুদের সাথে মাঠে মেষ চড়াতেন। আমরা জানি, তিনি ছিলেন উত্তম মেষপালক। এমনি একদিন গালীল সাগরের তীরে হাঁটতে-হাঁটতে তিনি পিতর, আন্দ্রিয়, যাকোব ও যোহনকে আহ্বান করেছিলেন। এরা সকলেই পেশায় ছিল সাধারণ জেলে। আর এদেরই প্রভু যিশু তাঁর শিষ্য হবার জন্য আহ্বান করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন, সমুদ্রের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে কাঁটে জেলেদের জীবন। তাই তারা সংগ্রামী ও উদ্যমী। তারা যেকোন প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে। তারা জানে কখন কোন সময়ে সাগরে ভাল মাছ পাওয়া যায়। মাছ ধরতে গিয়ে যথেষ্ট মাছ পেলে তারা আনন্দিত হয় আবার মাছ না পেলেও কষ্টটাকে তারা মেনে নিতে পারে। সাধারণ জেলেদের এমনতর বিচক্ষণতা ও সংগ্রামী মনোভাবের কারণে তারা প্রভু যিশুর শিষ্য হতে পেরেছিল। অন্যদিকে যিশু নিজে ছিলেন প্রকৃতির মানুষ, তাই প্রকৃতি নির্ভর মানুষকেই তিনি হয়তো বেশি ভালবাসতেন। শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে তিনি গালিলেয়ার সমস্ত অঞ্চল ঘুরে-ঘুরে বাণীপ্রচার করতেন। অধিকাংশ সময়ই তিনি পায়ে হেঁটে বাণীপ্রচারে বেড় হতেন। মাঝে মাঝে নৌকায় চড়ে বা নৌকায় বসে বাণীপ্রচার করতেন।

সাধু মথির লেখা মঙ্গলসমাচার অনুসারে পর্বতে প্রদত্ত প্রভু যিশুর ধর্মোপদেশে আমরা শুনতে পাই, তিনি মানুষকে তুলনা করছেন নুনের (লবণ) সঙ্গে *(মথি ৫:১৩)*। এই নুনের উপমার মধ্য দিয়ে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, তাঁরই আদর্শ শিষ্যদের জীবনে রূপায়িত ক'রে আশেপাশের মানুষকে সেই পুণ্য আদর্শে প্রভাবিত করাই তাঁর শিষ্যের কর্তব্য। প্রকৃত শিষ্যের ধার্মিক জীবন দেখে যেন অন্য মানুষ এই কথা বুঝতে পারে যে, প্রভু যিশুর খ্রিস্টের পথ যথার্থ পথ এবং প্রকৃত মঙ্গলের পথ। আমাদের শত্রুকে ভালবাসার বিষয়ে তিনি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, ঈশ্বর তো সৎ-অসৎ সকলেরই জন্যে ফুটিয়ে তোলেন তাঁর সূর্যের আলো আর ধার্মিক-অধার্মিক সকলেরই ওপর তিনি নামিয়ে আনেন তাঁর বৃষ্টিধারা *(মথি ৫: ৩৫)*। এখানে প্রভু যিশু প্রকৃতির উপাদান বৃষ্টি ও সূর্যের আলোর কথা বলেছেন, যে সূর্য ও বৃষ্টি কিনা সবাইকেই সমান ভালবাসে। তেমনি আমাদেরকেও মানুষ মাত্রই ভালবাসতে হবে। দেখে-দেখে, বেছে-বেছে ভালবাসা কোন খ্রিস্টভক্তের কখনোই উচিত নয়। প্রভু যিশু আমাদেরকে এই জগতে ধন-সম্পদ সঞ্চয় না করে স্বর্গরাজ্যে তা সঞ্চয় করতে বলেন। কেননা জগতে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করলে পোকা আর মরচে সবকিছু নষ্ট করে দেয় কিন্তু স্বর্গরাজ্যে পোকা ও মরচে কোন কিছুরই ভয় নেই। আমাদের জীবনের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সম্বন্ধে তিনি আকাশের পাখিদের *(মথি ৬: ২৬)* সঙ্গে তুলনা করেন। প্রভু যিশুর সেই উপমা দ্বারা আমরা বুঝতে পারি, দায়িত্বহীন ও অলস জীবনের প্রতি তাঁর কোন সমর্থন ও আকর্ষণ নেই। বেঁচে থাকার জন্য সামান্য চড়ুই পাখিকেও তো পরিশ্রম ক'রে প্রতিদিনের খাবার খুঁজে নিতে হয়। তাই আমাদের আর্থিক সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের পক্ষে কল্যাণকর যা-কিছু করা সম্ভব, তাই আমাদেরকে করতে হবে। আর সেই সাথে নির্ভর ক'রে চলতে হবে ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর। আমাদের মানব জীবনের মূল্য ও মর্যাদাকে তিনি তুলনা করতে তিনি তাঁর উপমায় ব্যবহার করেন প্রকৃতি ও পরিবেশ প্রদত্ত মাঠের লিলিফুল *(মথি ৬: ২৮)*, শেয়াল-কাঁটা, আঙুর ফল, আঞ্জীর ফল, ভাল গাছ, মন্দ গাছ ও আগুনের সঙ্গে *(মথি ৭: ১৬-১৯)*। আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি ও গভীরতাকে তিনি তুলনা করেন পাথর ও বালির উপর তৈরি ঘর এবং বৃষ্টি, বন্যা ও ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে *(মথি ৭: ২৪-২৭)*। তিনি আরো বহু উপমায় প্রকৃতি ও পরিবেশকে কেন্দ্র করে আধ্যাত্মিক সত্যের বিষয়ে আমাদের শিক্ষা দেন। যেমন: বীজ বুনীয়ের উপমা *(মার্ক ৪)*, শ্যামা ঘাসের উপমা *(মথি ১৩)*, আঙুর গাছের উপমা *(যোহন ১৫: ১-৮)*, সর্ষে বীজ ও গাছের উপমা *(মথি ১৩: ৩১-৩২)*, শস্য ও শীষের উপমা *(মার্ক ৩; ২৩-২৮)*, গমের দানা *(যোহন ১২; ১৪)*, খামিরের উপমা *(লুক ১২: ১)* ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে প্রকৃতির উপাদান সাগর, মাছ, নদী, পাহাড়, পর্বত, গাছ-পালা, ঘাস, বীজ, আকাশের পাখি, আলো, মেষ, ছাগল, কুকুর, শেয়াল, শুয়োর, নেকড়ে, উট, সাপ, কাঁকড়া-বিছে, পায়রা, পাহারের গুহা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে তাঁর উপমায় ব্যবহার করেছেন। প্রভু যিশুর দিব্য রূপান্তরের ঘটনায় আমরা দেখতে পাই তিনি পিতর, যাকোব ও যোহনেকে নিয়ে তাবর পর্বতের চূড়ায় যান এবং সেখানে মোশী ও এলিয়ের পর মেঘের মধ্য থেকে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয় *(মথি ১৭:১-৯)*। প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর আমরা যিশু খ্রিস্টের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব দেখতে পাই, কানা নগরের বিয়ে বাড়িতে জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণতকরণে (যোহন ২: ১-১১), উত্তাল সমুদ্রের ঝড় শান্তকরণে *(মার্ক ৪: ৩৫-৪১)*, উত্তাল সাগরের জলের উপর দিয়ে হাঁটা *(মথি ১৪:২২-৩৩)*, ধুলো ব্যবহার করে জন্মান্ধের দৃষ্টিশক্তি প্রদানে *(যোহন ৯: ১-৭)*, সাগরের মাছের মুখে পাওয়া চার টাকার মুদ্রা দিয়ে মন্দিরের কর পরিশোধকরণে *(মথি ১৭: ২৭)*, ফলহীন আঞ্জীর গাছটি মুহূর্তেই শুকিয়ে যাওয়ার *(মথি ২১: ১৯)* এবং আশ্চর্যজনকভাবে পিতরের মাছ ধরা *(লুক ৫: ৪-১০)* ইত্যাদি ঘটনায়।

(৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

“তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম”
প্রয়াত ব্রাদার হ্যারোল্ড বিজয় রড্রিক্স, সিএসসি’র স্মরণে

ব্রাদার ষ্টিফেন বিনয় গমেজ সিএসসি

আজ শনিবার, ২৩ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ। কোভিড-১৯ বৈশ্বিয় মহামারীর এই নির্মম সময়টিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে করোনার ছোবলে। এর মধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে নয় বরং শারীরিক কিছু দূরারোগ্য অসুস্থতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুবরণ করলেন আমার দেখা একজন খাঁটি মানুষ, প্রকৃত ব্রতধারী ও প্রাজ্ঞবান শিক্ষাবিদ ড. ব্রাদার হ্যারোল্ড বিজয় রড্রিক্স সিএসসি। পবিত্র ক্রুশ সংঘের সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদারদের স্বতন্ত্র আহ্বান দেশে-বিদেশের সাধারণ মানুষের কাছে পরিষ্কার করে তুলে ধরতে, মণ্ডলীর নানা সময়ে কাণ্ডারির ভূমিকা পালন করতে এবং শিক্ষার মশাল জ্বালাতে বিশেষত ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখাতে যিনি এগিয়ে এসেছিলেন ও নিরন্তন কাজ করেছেন তিনি হলেন নমস্য ব্রাদার বিজয়। তার মৃত্যুতে পবিত্র ক্রুশ সংঘ বিশেষত ব্রাদারগণ, বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী ও জাতির শিক্ষাঙ্গন আজ শোকান্বিত। আমিও অত্যন্ত গভীরভাবে শোকাহত কেননা ব্রাদার বিজয় ছিলেন আমার স্কুল জীবন থেকে অদ্যাবধি সুদীর্ঘ ৪৬ বছর ব্রতধারী জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

তিনি মৃত্যুকে চিরকালের মতই বিলুপ্ত করবেন;

স্বয়ং পরমেশ্বর প্রভু, সকলের মুখ থেকে মুছে দেবেন অশ্রুজল,...

কারণ স্বয়ং প্রভুই এ কথা বললেন।
(ইসাইয়া ২৫:৮)

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি পরীক্ষার পর ব্রাদার বিজয় ও আমাকে তিন মাসের একটা প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য সাধু যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয়ে পাঠান হয়। আমরা থাকতাম সেন্ট যোসেফ হাই স্কুল ক্যাম্পাসে অন্যান্য ব্রাদারদের সাথে। সেখান থেকে বাইসাইকেলে দু’জনকে প্রতি দিন নারিন্দা যেতে হতো। টেকনিক্যাল স্কুলে দু’জন ভিএসও কাজ করতেন। আর ছিলেন ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার। একজনের নাম ছিল মাইকেল। মাইকেল আমাদের দু’জনকে “টেরিভল টুইনস্” বলে ডাকতেন। আমরা দেখতে নাকি একই রকম ছিলাম। কোন কোন আমেরিকান ফাদার ও ব্রাদারগণ তো বিজয়কে বিনয় আর বিনয়কে বিজয় বলেও ভুল করতেন। অন্যান্য দেশেও ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ এ ভুল হামেশাই করতেন। একদিন ব্রাদার বিজয় একটি ই-মেইল পেয়ে আমাকে মজা করে জিজ্ঞেস করেছেন, “তুমি কার কাছে চিঠি দিয়েছ?” আমার লেখা এক চিঠিতে আমি ব্রাদার বিজয়কেই “বিনয়” বলে সম্বোধন করেছিলাম। অন্যদিকে ব্রাদার বিজয়ও একবার আমাকে তার লেখা চিঠিতে ভুল করে “বিজয়” বলে সম্বোধন করেছিলেন। আমরা একে অপরকে সবসময় “তুমি” বলেই সম্বোধন করতাম। গত অক্টোবরে তার অসুস্থতার কথা প্রথম শুনে আমার মনের অবস্থা যে কেমন হয়ে ছিল তা ভাষায় প্রকাশ

করা যাবে না। অসুস্থতার কথা শুনে মনে হয়েছে মাথায় যেন একটা বাজ পড়েছে! এরপর হতে তার সুস্থতা কামনা করে নিয়মিত প্রার্থনা করেছি। কিন্তু পরম করুণাময় ঈশ্বরের ইচ্ছা আমি এখনও অনুধাবন করতে পারছি না যে তার মৃত্যুতে কি রহস্য নিহিত আছে।

ব্রাদার হ্যারোল্ড বিজয় রড্রিকস, সিএসসি ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুলাই নাগরী ধর্মপল্লীর অন্তর্গত নাগরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা (প্রয়াত) নাইট ভিনসেন্ট রড্রিকস্ ও মা এমিলিয়া রোজারিও। তারা ছয় ভাই পাঁচ বোন। ব্রাদার বিজয়ের তিন ভাই পূর্বে মারা যান এদের মধ্যে দু’জন শিশু অবস্থায় ও একজন প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায়। ব্রাদার বিজয়ের বাবা (প্রয়াত) নাইট ভিনসেন্ট রড্রিকস্ একজন সুশিক্ষক ছিলেন যিনি সেন্ট নিকোলাস হাই স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন একজন নিয়মতান্ত্রিক, সুশৃঙ্গল ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। সেন্ট নিকোলাস হাই স্কুলে তিনি সহকারী প্রধানশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি সমাজের নানাবিধ সেবামূলক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়ে সমাজ উন্নয়নেঅবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখে গেছেন। ব্রাদার বিজয়ের মা একজন গৃহিণী। বার্ধক্যের কারণে তিনিও ন্যুব্জমান। তিনি খুবই ধর্মপ্রাণা, নম্র ও মৃদুভাষী এবং অমায়িক এক নারী। ব্রাদার বিজয় একটি সুন্দর যৌথ পরিবারে বড় হয়েছেন যেখানে নিয়মিত সন্ধ্যা প্রার্থনা ছিল পরিবারের বিশেষ অলঙ্কার। পরিবারের প্রায় সবাই প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে যোগদান করতেন। তার কাকা মিস্টার যেরম রড্রিকস্ কারিতাস বাংলাদেশ-এ কাজ করতেন ও কাকিমা মেরী রড্রিকস্ শিক্ষকতা করতেন। তার পিসিমাও মিস লুসি রড্রিকস্ একই পরিবারে থাকেন এবং বেশ কিছু বছর ময়মনসিংহে সালিসিয়ান সিস্টারদের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। তার কাকাতো ভাই তিন জন ও কাকাতো বোন পাঁচ জন।

শিক্ষা জীবনঃ ব্রাদার বিজয় নাগরী প্রাইমারি স্কুল হতে প্রাথমিক,নাগরী সেন্ট নিকোলাস হাই স্কুল হতে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি ও ঢাকার নটর ডেম কলেজ হতে বিজ্ঞান বিভাগে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে এইচএসসি সম্পন্ন করেন। তিনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস নিয়ে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আই.ই.আর.) থেকে হতে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ঢাকা টির্চস্ ট্রেনিং কলেজ থেকে বি.এড. ডিগ্রী লাভ করেন। তাছাড়া তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের নটর ডেম ইউনিভারসিটি থেকে ২০০৫ সাথে এম.এস.এ. (Masters of Science in Administration) ডিগ্রী লাভ করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব ইনকার্নেট ওয়ার্ড থেকে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। বাংলাদেশী ব্রাদারদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল বাংলাদেশে একটি কাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সম্ভাব্যতা যাচাই। এ বিষয়ে তিনি বাংলাদেশ কাথলিকমণ্ডলীকে ও সমাজকে একটি সুন্দর ও দিকনির্দেশনামূলক গবেষণা-পুস্তক

উপহার দিয়েছেন। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী। তার কাছেই শুনেছি যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোন একটি ক্লাশে ডাবল প্রমোশন পেয়েছিলেন। তার বাংলা ও ইরেজী হাতের লেখা অতন্ত সুন্দর ছিল।

ব্রতীয় জীবনে প্রবেশ: ব্রাদার বিজয় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে ব্রাদার হওয়ার জন্যে নাগরীতে হলিক্রশ জুনিয়রেটে প্রবেশ করেন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি পরীক্ষার পর কলেজ পর্যায়ের গঠন কার্যক্রমে যোগ দেওয়ার জন্য সেন্ট যোসেফ হাই স্কুল ক্যাম্পাস, মোহম্মদপুর যান। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে পবিত্র ক্রুশ প্রার্থীগৃহে প্রবেশ করেন।১৭ জানুয়ারি, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে বরিশালে হলিক্রশ নভিসিয়েটে প্রবেশ করেন ও ২০ জানুয়ারি, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ব্রতগ্রহণ করেন। তিনি চিরব্রত গ্রহণ করেন ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ও সন্ন্যাসজীবনের রজত জয়ন্তী পালন করেন ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে।

প্রৈরিতিক কাজ

হলিক্রশ হাই স্কুল, বান্দুরা: প্রথম সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের পর সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য তিনি বান্দুরা হলিক্রশ হাই স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। গঠনকার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্যে সেখান থেকে তাকে আবার নারিন্দাপবিত্র ক্রুশ প্রার্থীগৃহে পাঠানো হয়।

সাধু যোসেফের কারিগরি বিদ্যালয়: যেহেতু ব্রাদার বিজয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইন্ডাট্রিয়াল আর্টস নিয়ে পড়ালেখা করেছেন সেহেতু কারিগরি বিষয়ে তার যথেষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা ছিল। তিনি বেশ কয়েক দফায় (১৯৮৩ - ১৯৯৪, ২০০৩ - ২০০৪ এবং ২০১৮ - আমৃত্যু) সাধু যোসেফের কারিগরি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রিন্সিপালের দায়িত্ব নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে পালন করেছেন। প্রয়াত ব্রাদার ডনাল্ড বেকার সিএসসি ব্রাদার বিজয়ের নিকট সাধু যোসেফের করিগরি বিদ্যালয়ের দায়িত্ব অর্পণ করতে পেরে খুবই খুশি ছিলেন। অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি সেখানে প্রিন্সিপাল হিসেবে সেবা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার পরিচালনায় ও তত্ত্বাবধানে কারিগরি বিদ্যালয়ের উৎকর্ষতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভাইস-প্রভিন্সিয়াল/ প্রভিন্সিয়ালের দায়িত্ব: ব্রাদার বিজয় ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসক। সাধু যোসেফ ভ্রাতৃ-সমাজে তিনি প্রথমবার ১৯৯৪ - ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভাইস-প্রভিন্সিয়াল হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন অতপর ১৯৯৮ - ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রভিন্সিয়ালের দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিতীয়বারে তিনি ২০১২ - ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রভিন্সিয়ালের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ সেক্রেটারি। অসুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কারিতাস বাংলাদেশের সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

কারিতাস বাংলাদেশের গভর্নিং বডির সদস্য ও সেক্রেটারি

ব্রাদার বিজয় মে ২০১০ হতে মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কারিতাস বাংলাদেশের গভর্নিং বডির সদস্য ছিলেন। এরমধ্যে তিনি ২০১০ - ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিন টার্ম করিতাস বাংলাদেশেরগভর্নিং বডির সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে কাজ করেন। শুনেছি তাকে নাকি কারিতাস বাংলাদেশের ন্যায়পাল পদেও অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল।

জেনারেল কাউন্সিল মেম্বার, রোম, ইতালি: ব্রাদার বিজয়ই প্রথম বাংলাদেশী হলিক্রশ ব্রাদার যিনি পবিত্র ক্রুশ সন্ন্যাস-সংঘের প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ২০০৪ - ২০১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কনগ্রিগেশন অব হলিক্রশ এর জেনারেল কাউন্সিল মেম্বার হিসেবে ইতালির রোমে কাজ করেছেন। পাশাপাশি তিনি আমেরিকাতে তার ডক্টরেট পড়ালেখাও চালিয়ে গেছেন। তাছাড়া তিনি পূর্বে ১৯৯৮ - ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কনগ্রিগেশনাল ফাইন্যান্স কমিটির মেম্বার হিসেবে কাজও করেছেন।

বাংলাদেশ কনফারেন্স অব রিলিজিয়াস (বি.সি.আর.) সাভার: বি.সি.আর. এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি বিভিন্ন দফায় প্রায় ৫ বছর সেবা দিয়েছেন। তার সময়ই সাভারে বি.সি.আর. সেন্টারের প্রধান দালানগুলো নির্মাণ করা হয়। এ নির্মাণ কাজের ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। প্রভিন্সয়ালের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার পাশাপাশি তাকে ঘণ ঘন সাভারে নির্মাণ-কাজ তদারক করতে যেতে হয়েছে। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বি.সি.আর. এর সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত সিস্টারগণ তার ওপর যথেষ্ট নির্ভশীল ছিলেন।

বিভিন্ন সন্ন্যাস-সংঘে উপদেষ্টা: ব্রাদার বিজয় বিভিন্ন সন্ন্যাস-সংঘের ফাদার, ব্রাদার, বিশেষভাবে সিস্টারদের বিভিন্ন সাহায্যে উদারভাবে সাড়া দিয়েছেন। কারো কোন কারিগরি বিষয়ে উপদেশ বা কাজের প্রয়োজন হলে তিনি তা দিয়ে সাহায্য করতেন। বিভিন্ন সন্ন্যাস-সংঘের মহাসভায় তিনি অতি দক্ষতার সহিত মডারেটরের দায়িত্বপালন করেছেন। এছাড়াও, কোন কোন সন্ন্যাস-সংঘের ইতিহাস ও সংবিধান লিখার ব্যাপারেও তিনি সাহায্য করেছেন।

মাদকাসক্তদের জন্য কাজ: Bangladesh Rehabilitation and Assistance Center for Addicts BARACA (বারাকা) এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ব্রাদার রনাল্ড ড্রাহোজালের পর ব্রাদার বিজয় ১৯৯৪ - ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ব্রাদার বিজয়ের পর ব্রাদার থিওডোর রবি পিউরিফিকেশকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তীতে তিনি বারাকা এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ২০১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমৃত্যু পর্যন্ত। তাছাড়া তিনি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ হতে আমৃত্যু পর্যন্ত Addiction Rehabilitation Residenceev আসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র (APON) এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। অসুস্থতা নিয়েও তিনি দু'টো প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

Young Christian Workers' Movement (YCW): ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে বেলজিয়ামে এই আন্দোলন শুরু করেন মহামান্য কার্ডিনাল যোসেফ কার্ডিজিন। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো শ্রমজীবীদের বাণীপ্রচারের কাজে প্রশিক্ষিত করা ও সাহায্য করা যেন তারা নিজ নিজ অফিসে ও কারখানার পরিবেশে খাপখাইয়ে নিতে পারেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে বেলজিয়ামে এই কার্যক্রম জাতীয় মর্যাদা লাভ করে ও বেলজিয়ামের বিশপ কর্তৃক অনুমোদ লাভ করে এবং মহামান্য পোপ ষষ্ঠ পৌলের সমর্থন লাভ করে। ধীরে ধীরে তা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্ম পরিবেশে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ ও নিয়মনীতি আনায়নের চেষ্টা করা হয়। শ্রমজীবীগণ দেখ-মূল্যায়নকর-কাজকর (See-judge-act) এই দর্শন ব্যবহার করতেন। ব্রাদার বিজয় সাধু যোসেফের কারিগরি বিদ্যালয়ে প্রিন্সিপালের দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশে যুবা খ্রিস্টান শ্রমজীবী আন্দোলন নিয়ে এই আন্দোলন শুরু করেন যেন খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ ও নিয়মনীতি আদলে জীবন যাপন করতে পারেন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশেও এই কার্যক্রম বিশ কিছু সেল গঠন করা হয়। তিনি অনেক বছর এই ণঈড আন্দোলনের চ্যাপ্লেইন হিসেবে দায়িত্বি পালন করেন।

মণ্ডলীর বিভিন্ন কাজে সহায়তা: ব্রাদার বিজয় মণ্ডলীর বিভিন্ন কাজে সহায়তা দিয়েছেন উদারভাবে। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে পুণ্যপিতা পোপ দ্বিতীয় জন পল যখন বাংলাদেশে পালকীয় সফরে আগমন করেছিলেন তখন ব্রাদার বিজয় ও আমি উপাসনা কমিটির সদস্য ছিলাম। ব্রাদার বিজয় উপাসনা কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন। আর্মি স্টেডিয়ামে উপাসনার যাবতীয় সরঞ্জামাদি নিতে হয়েছিল। ব্রাদার বিজয় ও আমি জিনিস-পত্র আনা-নেওয়া নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে আমরা পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারিনি যদিও কমিটির সদস্য হিসেবে নির্ধারিত সময়ে আমাদের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে পুণ্যপিতা পোপ

ফ্রান্সিস যখন তার পালকীয় সফরে আসনে তখন তার প্রস্তুতিস্বরূপ প্রজেক্ট লেখা, সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সেক্টরে যোগাযোগ এবং তাদের নানা কূটনীতিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর বুদ্ধিমত্তার সাথে দেয়া এবং মাণ্ডলীক অন্যান্য কাজ বিশেষ করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মঞ্চ তৈরির কাজ নিপুণভাবে করেছেন। পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের এবং মহামান্য কার্ডিনাল মহোদয়ের জন্য কাঠের বিশেষ আসন তৈরীর দায়িত্বও ব্রাদার বিজয়ের ওপর ছিল।

প্রধানশিক্ষক / প্রিন্সিপাল হিসেবে ব্রাদার বিজয়: শ্রদ্ধেয় ব্রাদার মার্সেল সিএসসি যখন সেন্ট গ্রেগরীজ্ হাই স্কুলের প্রধানশিক্ষক ছিলেন তখন তিনি ভীষণভাবে অসুস্থ হলে তাকে কানাডাতে পাঠান হয়। সে সময়ে ব্রাদার বিজয় ব্রাদার মার্সেলের অবর্তমানে ১৯৯৫ সালে সেন্ট গ্রেগরীজ্ হাই স্কুলের সাময়িক ভাবে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করনে। তাছাড়া ২০১০ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী শেষ করে ফিরে আসার পর ব্রাদার বিজয় সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল ও প্রিন্সিপাল হিসেবে ২০১০ - ২০১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। সাধারণ শিক্ষাক্রম পরিচালিত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক বা প্রিন্সিপাল হিসেবে দীর্ঘসময় কাজ না করলেও তিনি অনেক বছর বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সেন্ট গ্রেগরীজ হাই স্কুল ও কলেজের প্রায় ১২ বছর এবং এবং সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলের প্রায় ১১ বছর পরিচালনা-পর্ষদের সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন। তাছাড়া তিনি সিবিসিবি'র বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষা বোর্ড ট্রাস্ট এর সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেছেন ২০১১ - ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি পবিত্র ক্রুশ সন্ন্যাস-সংঘের শিক্ষা-দর্শন সম্বন্ধে পড়াশুনা করেছেন এবং এ বিষয়ে শিক্ষকদের কর্মশালা ও সেমিনার পরিচালনা করতেন।

ব্রাদার বিজয়ের গুণাবলী

চৌকোশ ব্যক্তিত্বের অধিকারী: ব্রাদার বিজয় বহুমূখী প্রতিভা সম্পন্ন একজন চৌকোশ ব্যক্তি যিনি প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন।তিনি গান রচনা, গান গাওয়া, বাঁশের বাঁশি, মাউথ অরগান, হারমোনিয়াম এবং তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারতেন। আমি তার মধ্যে নতুন কিছু কার একটা প্রচণ্ড আগ্রহ দেখেছি। নতুন নতুন কিছু শুরু করার মাধ্যনেই তার বহুমূখী প্রতিভা আবিস্কার করেছেন। তিনি শুধু মটরসাইকেল নয়, গাড়ি চালতেও পারতেন। তিনি সম্ভবত ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে তবলা বাজিয়ে শুনিয়ে ছিলেন। তাছাড়া তিনি খুব সুন্দর করে চুল কাটতে পারতেন। হলিক্রশ জুনিয়রেটে থাকতে আমাদের সকলের চুল কেটে দিতেন। বিভিন্ন আঁকা-ঝোঁকাও তার নিকট খুবই সহজ ছিল। রান্না-বান্নায়ও তিনি কম পারদর্শী ছিলেন না। তিনি ছিলেন খুবই সৃজনশীল। গোটা বিশ্বে পবিত্র ক্রুশ সংঘের যাজকগণ ও ব্রাদারগণ যে নোঙ্গরযুক্ত ক্রুশ পরিধান করেন সেটারনক্শা তিনিই করেছেন এবং সর্বপ্রথম সাধু যোসেফের কারিগরি বিদ্যালয়ে সেটা তৈরী করেছেন। বঙ্গদেশে পবিত্র ক্রুশ সন্ন্যাস-সংঘ আগমনের ১৫০ বছরের পূর্তি উপলক্ষে ব্যবহৃত যে লোগো, যা সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে স্থাপন করা হয়েছে, সেটাও তিনি নক্শা করেছেন এবং সাধু যোসেফের কারিগরি বিদ্যালয়ে তেরী করেছেন।

একজন সুদক্ষ লেখক ও অনুবাদক: ব্রাদার বিজয় একজন সুদক্ষ লেখক ও সুনিপুণ অনুবাদক ছিলেন। তার লেখা প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, গান, ইত্যাদি, জাতীয় ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশীসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মাণ্ডলীক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র বাংলায় অনুবাদ কমিটিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন এবং কোন কোন মাণ্ডলীক ডকুমেন্ট নিজেই বাংলায় অনুবাদ করেছেন। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এর সর্বজনীন পালকীয় পত্র "Laudato si" অর্থাৎ "তোমার প্রশংসা হোক" এবং প্রেরণাপত্র "Christ is Alive" অর্থাৎ "খ্রিস্ট জীবিত" এর বাংলা অনুবাদ কমিটির তিনি একজন সদস্য ছিলেন। সে সাথে রোমের "সন্ন্যাসব্রতী জীবনের প্রতিষ্ঠানসমূহ ও প্রৈরিতিক সমাজসমূহের পুণ্য দপ্তর" কর্তৃক সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদারদের ওপর প্রকাশিত প্রথম ডকুমেন্ট "মণ্ডলীতে সন্ন্যসব্রতী ভ্রাতৃগণের (ব্রাদারদের) পরিচয় এবং তাদে প্রৈরিতিক কর্ম" এর বাংলা অনুবাদ সম্পাদনার কাজ তিনি করেছেন। আমি প্রভিন্সিয়াল থাকা অবস্থায় ব্রাদার বিজয়কে অনুরোধ করেছিলাম যেন তিনি হলিক্রশ ব্রাদারদের জন্য শিক্ষার ওপর একটি হ্যান্ডবুক লিখেন। এতে তিনি একটি সুন্দর ও যুগপোযোগী হ্যান্ডবুক লিখেছেন যার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে বাংলাদেশ শিক্ষাসহ খ্রিস্ট মণ্ডলী ও পবিত্র ক্রুশ সন্ন্যাস-সংঘের শিক্ষা দর্শন।

প্রার্থনার মানুষ ব্রাদার বিজয়: হলিক্রশ ব্রাদারদের দিনের বিভিন্ন প্রহরে প্রার্থনা করার নিয়ম ছাড়াও প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে যোগদান ও নিয়মিত ধ্যান করার বিধান রয়েছে। ব্রাদার বিজয় প্রার্থনা করাকে খুবই গুরুত্ব দিতেন। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি নিজেও নিয়মিত প্রার্থনা করতেন এবং প্রভিন্সিয়াল থাকাকালীন সকল ব্রাদারগণ যেন নিয়মিত প্রার্থনা করেন সেবিষয়ে তিনি খুবই যত্নবান ছিলেন।

আদর্শ সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদার: ব্রাদার বিজয় ছিলেন একজন আদর্শ সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদার। সন্ন্যাস-জীবনের ব্রতসমূহ তিনি যথাসাধ্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে চেষ্টা করতেন। আমি প্রভিন্সিয়াল থাকাকালীন তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশুনা করছিলেন। একবার তার ল্যাপটপ ক্র্যাশ করে। তার নিকট নতুন ল্যাপটপ কেনার টাকা থাকা সত্ত্বেও তিনি আমার কাছে অনুমতির জন্য আবেদন করেছিলেন। তার পড়াশুনার জন্য যে অর্থ অনুদান হিসেবে পাওয়া গিয়েছিল, পড়াশুনা শেষে কিছু টাকা বেঁচে গেলে, সেই টাকা দিয়ে কি করবেন সে ব্যাপারে আমার কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

স্পষ্টভাষী ব্রাদার বিজয়: ব্রাদার বিজয় বেশ স্পষ্টভাষী ছিলেন; বিশেষভাবে ব্রাদারদের আহ্বানের ব্যাপারে। তিনি সবসময় চাইতেন ব্রাদারদের আহ্বানের ব্যাপারে যেন মানুষের মধ্যে কোন ভুল ধারণা না থাকে। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যদি ব্রাদারদের সম্বোধন করতে ভুলে যেতেন তাহলে তিনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতেন। তিনি সন্ন্যাসব্রতী সমাজে ও মণ্ডলীতে ব্রাদারদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে সবসময় সচেষ্ট ছিলেন।

ক্রীড়ানুরাগী ব্রাদার বিজয়: একজন বাস্কেটবল খেলোয়াড় হিসেবে ব্রাদার বিজয়ের দৈহিক উচ্চতা তার অনুকুলে ছিল। বাস্কেটবল খেলায় তিনি পারদর্শি ছিলেন। সাবেক সিএসসি বাস্কেটবল টিম, যা হলিক্রশ সেমিনারিয়ান ও হলিক্রশ ব্রাদারদের সমন্বয়ে তৈরী করা হয়েছিল। এই টিমের তিনি প্রথম পাঁচ খেলোয়ারের একজন ছিলেন। ভলিবল খেলায়ও তিনি পারদর্শি ছিলেন। নভিসিয়েটে থাকাকালীন বরিশালে বিভিন্ন দলের সঙ্গে খেলে আমরা জয়লাভ করেছি। ব্রাদার বিজয় সেই দলের দক্ষ খেলোয়াড় ছিলেন।

একজন উদ্যোমী বইপ্রেমী: ব্রাদার বিজয় প্রচুর পড়াশোনা করতেন ও বই প্রেমী ছিলেন। তাই ঘর ভর্তি ও ল্যাপটপে অনেক বই ছিল। তিনি বাংলা ও ইংরেজি যেকোন বই পড়ার প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন। প্রচুর ইংরেজী নোবেল তিনি পড়েছেন।

ইংরেজি ভাষায় দখল: ইংরেজি ভাষা তার বেশ দখল ছিল। আমার মনে হয় এটা তিনি রপ্ত করেছিলেন প্রচুর ইংরেজি বই পাঠ করার মধ্যে দিয়ে। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, একবার তার একটি ইংরেজি প্রবন্ধ ব্রাদার টমাস মুর সিএসসি (যিনি আমেরিকান নাগরিক কিন্তু দীর্ঘ সময় এদেশে মিশনারি ও ইংরেজি শিক্ষক) উনাকে পড়তে দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রাদার টমাস সেখানে কোন ভুলই পাননি বরং তার ইংরেজির দক্ষতার অনেক তারিফ করেন। ইংরেজী কোন অফিসিয়াল ডকুমেন্ট প্রকাশ করা পূর্বে আমি ব্রাদার বিজয়কে পড়তে দিতাম।

মৎস্য শিকারী ব্রাদার বিজয়: বরশি দিয়ে

মাছ ধরতে ব্রাদার বিজয় খুবই আনন্দ পেতেন। এটা ছিল তার শখ বা নেশা। বরশি দিয়ে মাছ ধরার সকল সরঞ্জামাদি (বিভিন্ন ধরনের সিপ, বরশি, টুনকাঠি ও সুতা) তার ছিল। মনে হয় বিভিন্ন কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলে তিনি কিছুটা বিশ্রাম করার জন্য মাঝে মাঝে নিজেকে গতানুগতিক কাজ হতে সরিয়ে নিতেন ও মাছ ধরে আনন্দ উপভোগ করতেন। আমি একবার তার সঙ্গে নোয়াখালীতে গিয়েছিলাম মাছ ধরতে।

দিয়াং-এর জমি সংক্রান্ত সমস্যা: দিয়াং-এ হলিক্রশ ব্রাদারদের জমি সরকার অধিগ্রহণ করে কোরিয়ান কোম্পানীকে দিয়ে দেন। প্রথমত এই অধিগ্রহণ বাতিল করার জন্য ব্রাদার বিজয় ও ব্রাদার যোয়াকিম গমেজ প্রচুর কাজ করেছেন কারণ এই অধিগ্রহণের ফলে ওখানকার অনেকগুলো খ্রিস্টান পরিবার তাদের জায়গা হারাচ্ছিল। দিন নেই, রাত নেই, যখন দিয়াং থেকে ডাক এসেছে তখনই দফায় দফায় তাকে দিয়াং-এ যেতে হয়েছে। এই সময়টি গোটা প্রভিন্সের জন্য বিশেষভাবে ব্রাদার বিজয় ও ব্রাদার যোয়াকিমের জন্য ভিষণ কষ্টের সময় ছিল। প্রভিন্সিয়াল হিসেবে একবার তার নভিসিয়েটে যাওয়ার কথা নভিসদের প্রথম ব্রতঅনুষ্ঠানে কিন্তু এই জমির ব্যাপরে তিনি যেতে পারেনি। তখন আমি নভিসিয়েটের দায়িত্বে ছিলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে নভিসদের ব্রত গ্রহণ করতে বলেছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ৫/৬ একর জমি কোরিয়ানদের জবরদখল থেকে মুক্ত করতে ব্রাদার বিজয় প্রচুর চেষ্টা করেছেন।

আমার অভিজ্ঞতা

ব্রাদার বিজয়ের সঙ্গে আমি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খোলামেলাভাবে আলাপ করতে পারতাম। প্রভিন্সিয়াল হিসেবে তার টার্ম শেষ হওয়ার পর আমি প্রভিন্সিয়ালের দায়িত্ব লাভ করি। তখন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে আমি তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছি। প্রভিন্স সম্বন্ধে বিভিন্ন পরিকল্পনা আমি তার সঙ্গে সহভাগিতা করেছি। তিনিও আমার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন।

১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ব্রাদার বিজয় নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়, ইণ্ডিয়ানাতে একটি বিশেষ কোর্স করার জন্য অনুমতি পান। তিনি তখন সেন্ট যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয়, নারিন্দায় কর্মরত। আমি কর্মরত ছিলাম সেন্ট গ্রেগরীজ্ হাই স্কুলে। একদিন তিনি আমাকে বলেছিলেন, "চল আমরা একসঙ্গে এই কোর্সটি করে আসি।" আমি সম্মতি দেইনি, কারণ ঐ বছরই পবিত্র ক্রুশ প্রার্থীগৃহ, নারিন্দায় নতুন দালান নির্মাণ শুরু করা হবে। প্রয়াত ব্রাদার পাট্রিক ডি'কস্তা আমাকে বলেছিলেন যেন আমি তাকে সাহায্য করি। তাই আমি ব্রাদার বিজয়ের সঙ্গে ঐ বিশেষ কোর্সে যেতে রাজি হইনি।

ব্রাদার বিজয়ের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে নাগরী হলিক্রশ জুনিয়রেটে। আমি ব্রাদার হওয়ার জন্যে ঐ বছর ৪ জানুয়ারি জুনিয়রেটে প্রবেশ করি। এরপর হতে একসঙ্গে দু'জনের পথ চলা। আঠারগ্রাম হতে যেহেতু জুনিয়রেটে আমি একাই ছিলাম তাই বিভিন্ন ছুটির সময় ব্রাদার বিজয় আমাকে তাদের বাড়ি নিয়ে যেতেন। তাদের বাড়িতে তার কাকা ও তাদের পরিবার যৌথভাবে বসবাস করতেন। ব্রাদার বিজয়ের বাবা-মা, কাকা-কাকিমা ও সকল পিসিমা আমাকে খুবই স্নেহ করতেন এবং নিজেদের বাড়ির একজন ক'রে নিয়েছিলেন। বাড়ির বয়োঃজ্যেষ্ঠগণ আমাকে খুবই স্নেহ করতেন এবং ছোটরা সবাই বিনয়দা বলে সম্বোধন করতো। তাই ব্রাদারের পরিবারে আমিও খুবই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি।

এসএসসি পরীক্ষার পর ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে শেষের দিকে দু'জনে একসঙ্গে মোহম্মদপুরে সেন্ট যোসেফ হাই স্কুল ক্যাম্পাসে যাই। ওখান থেকে নটর ডেম কলেজে এইচএসসি পড়াশুনা করি। দু'জনে একসঙ্গে ভর্তি পরীক্ষা দিতে গিয়েছি। আমরা দু'জনেই বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিলাম। ব্রাদার বিজয় বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশুনা চালিয়ে গেছেন কিন্তু আমি বাণিজ্য বিভাগে এইচএসসি পাশ করেছি।

জানুয়ারি, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে আমরা দু'জনে একসঙ্গে তৎকালীন সামাদ লঞ্চে ক'রে বরিশালে হলিক্রশ নভিসিয়েটে যাই। ঢাকা হতে আমরা দু'জনই সকালে প্রথম নভিসিয়েটে পৌছাই। যথারীতি নভিসিয়েট শেষ ক'রে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি আমরা দু'জন প্রথম ব্রতগ্রহণ করি। ব্রতগ্রহণের পর আমাদেরকে দু'সপ্তাহের ছুটি দেওয়া হয়েছিল। আমরা একসঙ্গে পরিকল্পনা করি যে, প্রথম সপ্তাহ আমরা দু'জনে নাগরীতে ছুটি কাটাবো ও ব্রাদার বিজয়ের সকল আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে পরিচিত হবো এবং তাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করবো আর দ্বিতীয় সপ্তাহ আঠারগ্রামে ছুটি কাটাবো ও আমার আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে ব্রাদার বিজয়কে পরিচয় করিয়ে দিব ও তাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করবো। পরিকল্পনা মত তাই করা হয়েছিল। প্রথম ব্রতগ্রহণ করার পর ব্রাদার বিজয়কে বান্দুরাতে হলিক্রশ হাই স্কুলে ও আমাকে নাগরীতে সেন্ট নিকোলাস হাই স্কুলে পাঠানো হয়। সেখানে ছয় মাস থাকার পর আমরা দু'জনে আবার নারিন্দা হলিক্রশ প্রার্থীগৃহে চলে আসি। অতপর, দু'জনেই জগন্নাথ কলেজে স্নাতক স্তরে ভর্তি হই। ব্রাদার বিজয় বিজ্ঞান বিভাগে ও আমি বাণিজ্য বিভাগে। কয়েক মাস পর ব্রাদার বিজয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস নিয়ে স্নাতক স্তরে ভর্তি হয় এবং কৃতকার্যতার সহিত ডিগ্রী লাভ করেন।

ব্রাদার বিজয় আমাকে মটরসাইকেল চালানো শিখিয়েছেন ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে। আমরা তখন নবিস। রবিবার আমাদের ছুটি ছিল। ব্রাদার বিজয় ও আমি লুক শিকদারের বাসায় গিয়েছিলাম কারণ ব্রাদার বিজয়ের কাকা জেরম আঙ্কেল সেখানেই থাকতেন। তিনি তখন কারিতাস বাংলদেশের বরিশাল অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক (আর.ডি.) ছিলেন। তার নিকট হতে একটি মটরসাইকেল নিয়ে ব্রাদার বিজয় আমাকে নিয়ে নবগ্রামের উল্টো দিকের মাঠে যান। ঐ মাঠেই ব্রাদার আমাকে মটরসাইল চালান শিখান।

আমরা দু'জনে একসঙ্গে দেশে, দেশের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি। বিভিন্ন মিটিং এ একসঙ্গে বসেছি, তবে তার সঙ্গে আমার কখনো কোন তর্কাতর্কি, মনোমালিন্য বা রাগারাগি হয়েছে বলে আমি মনে করতে পারছি না। আমিও জানি না তিনি আমার কোন কথা বা ব্যবহারে কষ্ট পেয়েছেন কি না। তিনিও আমার সঙ্গে কখনো রাগারাগি করেন নি।

শেষ কথা: ব্রাদার বিজয়, তোমার এ চলে যাওয়াটা আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য, মণ্ডলীর জন্য তথা সমাজের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। সবাই যেমন নির্বাক, স্তব্ধ। আমিও স্তব্ধ ও শোকাহত। সুদীর্ঘ এ পথ চলায় সুখে-দুখে, হাসি-আনন্দে তোমাকে পাশে পেয়েছিলাম এক পরম আপন মানুষ রূপে। সফল তোমার ব্রতজীবন, কর্মজীবন ও মানবজীবন। এ ক্ষণে বন্ধুত্বের পরিতৃপ্তি নিয়ে ও শোককে মেনে নিয়ে তোমায় বলি, হে বন্ধু, বিদায়। দেখা হবে পরম পিতার আলয়ে, অপেক্ষায় প্রহর গুণছি মিলিবার তরে। তোমার দাদা মিস্টার চিত্ত রড্রিকস্ মারা যাওয়ার পর তোমার বাবা প্রয়াত নাইট ভিনসেন্ট রড্রিকস্ সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে একটি লেখা দিয়েছিলেন। তাতে তিনি ভাববাদী যোব এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছিলেন: "প্রভু দিয়েছেন, প্রভু ফিরিয়ে নিয়েছেন। ধন্য প্রভুর নাম! *(যোব ১:২১)*। তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে আজ আমি এই শত দুঃখের মধ্যেও বলি: "প্রভু দিয়েছেন, প্রভু ফিরিয়ে নিয়েছেন। ধন্য প্রভুর নাম! ❑

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ব্রাদার প্লাসিড রিবেরু, সিএসসি

ব্রাদার উজ্জ্বল পেরেরা, সিএসসি

আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান কোথায় যাচ্ছে!

ক্লারা রাখী গমেজ

কিছুদিন আগে আমার পরিচিত একজনের কাছে একটি ঘটনা শুনে খুবই অবাক হলাম। ঘটনাটি ঘটেছে একটি স্কুলে এবং সেটি একটি মিশনারি স্কুল। ঘটনাটি এরকম - প্রথম শ্রেণীর এক ছাত্রী তার পরীক্ষার খাতায় কিছু পৃষ্ঠা বাদ দিয়ে লিখেছিল। তার শিক্ষিকা কোন কথা না বলে তার খাতা তার সামনে ছুঁড়ে দিয়েছিল। একই স্কুলের আরেকটি ঘটনা - একজন ছাত্রী একদিন একটি পড়া বুঝতে না পেরে তার শিক্ষিকার কাছে গিয়ে বলে বুঝিয়ে দিতে। শিক্ষিকা মহাশয়া বুঝানো তো দূরের কথা, বই ফিরিয়ে দিয়ে বলে, "নিজের পড়া নিজে বুঝে নাও।"

উপরে উল্লেখিত দুটি ঘটনাই আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে এবং যার কারণে আমি আজকে নিজের মতামত ব্যক্ত করার জন্য এই লেখাটি লিখলাম। আমি নিজেও মিশনারি স্কুলের ছাত্রী ছিলাম। আমার যতদূর মনে পড়ে আমাদের সময় শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ আমাদের অনেক যত্ন নিয়ে পড়াতেন। যতক্ষণ আমরা না বুঝতাম, ততক্ষণ তারা আমাদের বুঝানোর চেষ্টা করতেন। এখানে আমি আমার শ্রদ্ধেয়া শিক্ষিকা ক্যাথরিন চৌধুরী এবং সালেহা আনোয়ার, এদের দুজনের নাম উল্লেখ না করে পারছি না। মিস ক্যাথরিন আমাদের সমাজ-বিজ্ঞান এবং খ্রিস্ট ধর্ম ক্লাস নিতেন। তিনি প্রতিদিন আমাদের পড়া জিজ্ঞেস করতেন এবং প্রতিটি লাইন মুখস্থ বলতে হত; না পারলে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। মিস সালেহাও আমাদের একই ভাবে পড়া মুখস্থ করাতেন; তিনি আমাদের বাংলা ক্লাস নিতেন। কিছু না বুঝলে যখন আমরা জিজ্ঞেস করতাম, তখন উনারা খুশি হয়ে আমাদের আবার সেটা বুঝিয়ে দিতেন। তাদের ইচ্ছেই ছিল আমরা যেন স্কুলেই পড়া বুঝে তারপর নিজে নিজে আবার চেষ্টা করি। আমি তাদের প্রতি চির কৃতজ্ঞ।

বর্তমানে দেখা যায় আমাদের কোন কোন স্কুলে কিছু সংখ্যক টিচারগণ কোন রকমে সিলেবাস শেষ করে তারপর পরীক্ষা নেয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেন। ছাত্র-ছাত্রীরা কিছু বুঝল কি বুঝল না, সেটা তাদের যেন কোন কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। এর পেছনে প্রধান কারণ, আমি যেটা মনে করি, বর্তমান শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ কমার্শিয়াল হয়ে যাচ্ছেন বেশি। ক্লাসে পড়া না বুঝলেও পরীক্ষাতে পাশ করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের কাছে পড়তে যেতে বাধ্য এবং অনেকে সেটাই চান। একজন টিচার হিসেবে আমার কি এই মনোভাব পোষণ করা উচিত? উপরে উল্লেখিত দুটি ঘটনার মতো অসংখ্য ঘটনা অহরহ ঘটেই চলেছে। স্কুল প্রধানগণও ঐ সব টিচারদের কি ইচ্ছে করে কিছু বলে না, নাকি বলতে পারেন না, এটা আমার বোধগম্য নয়। আমি যতদূর শুনেছি, এখনকার অধিকাংশ স্কুলে, স্কুলগুলোতে টিচার নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজন প্রীতি এবং নির্দিষ্ট স্কুলের পুরনো ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাধান্য দেয়া হয় বেশি। আমি এর কোন বিরোধিতা করছি না; একজন যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী যেন টিচার হিসেবে নিয়োগ পায়, সেটাই সবার কাম্য এবং ছেলে-মেয়েদের জন্যও মঙ্গলজনক। আমি যেটা মনে করি, একজন প্রার্থীকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার আগে তার যোগ্যতা যাচাই করে নেয়া উচিত এবং এজন্য শুধু সার্টিফিকেট না দেখে, তাকে কিছুদিন ডেমো ক্লাস নিতে বলা উচিত। আমি একজন টিচার হিসেবে মনে করি এবং অন্য সব টিচারদের অনুরোধ করি, দয়া করে বেশি টাকা পাবার আশায় কমার্শিয়াল হবেন না; কোমলমতি শিশুদের সঙ্গে কঠোর হবেন না; পড়াশুনার প্রতি অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে, ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার প্রতি অনিহা জাগাবেন না।

উপরে উল্লিখিত সব কিছুর জন্য কেউ যদি মনে কষ্ট পেয়ে থাকেন, তাহলে আমি দুঃখিত। কিন্তু আমাদের কি এগুলো করা উচিত? বিশেষ করে একজন খ্রিস্টান হিসেবে? পুনরুত্থিত যিশু যিনি সমস্ত মন্দতা জয় করেছেন আমরা কি তাঁর কথা একটু ভাবতে পারি না? তিনি প্রতিনিয়ত আমাদের কত কিছু দিয়ে যাচ্ছেন, অথচ বিনিময়ে তিনি আমদের কাছে কোন মূল্যবান কিছু চান না, শুধু চান আমরা যেন অতিরিক্ত কিছু আশা না করে, তাঁর দেখানো সৎ ও সরল পথে চলি। তিনি বলেছিলেন আমাদের শিশুর মতো সরল হতে; আমরা যেন শিশুদের প্রতি কোন অন্যায় আচরণ না করি, বরং তাদের প্রতি আরও যত্নশীল হই, তাদের কথাও মনোযোগ দিয়ে শুনি। একজন ছাত্রছাত্রী পড়া নাও বুঝতে পারে, এটা তো তাদের দোষ নয়। তাহলে তো তারা স্টুডেন্টস হত না; তারা তো শিখার জন্যই টিচারদের কাছে আসে। আমরা যদি তাদের খাতা ছুঁড়ে দেই বা নিজের পড়া নিজে বুঝতে বলি, তাহলে আমরা কি যথাযথ ভাবে আমাদের শিক্ষকতাকে কাজে লাগাচ্ছি নাকি অবমূল্যায়ন করছি? আমাদের কাছ থেকে তারা তাহলে কি ব্যবহার শিখছে? অন্তত খ্রিস্টের একজন অনুসারী হয়ে, আসুন আমরা নিজেদেরকে পরিবর্তন করি॥ ❑

মেঘলা

অয়ন এম রোজারিও

মেঘলা নামের একটি মেয়ে
মিষ্টি তাহার রূপ
তার জন্য ভালোবাসা আমার
উঁপচে পরে খুব।
মায়া ভরা আঁখি তাহার
লম্বা তাহার চুল
চাঁদের মতো রূপটি যেন
সদ্য ফোঁটা গোলাপ ফুল।
হাসলে ঠোঁটে ঝরঝরাইয়া
মুক্তা- মানিক ঝরে
তার জন্য হাজার বছর
আমার বাঁচতে ইচ্ছে করে।

এই সময় কান্তার পরিবার

মিলটন রোজারিও

উঠানে ফজলী আম গাছের পাশে রান্না ঘরে বসে কান্তা সবজি কাটছিল। প্রশান্ত ড্রয়িং রুমে বসে টিভি দেখছিল। আজ সকালে আর আড়তে যেতে হয়নি প্রশান্তকে। তাই বাহিরে যাওয়ার জন্য খুব উস্‌খুস্‌ করছিল সে। টিভির রিমোট ছেলের হাতে দিয়ে বারান্দায় গিয়ে হাটাহাটি করে ভাবছিল। এইভাবে ঘরে বসে থেকে আর ভালো লাগছে না। একটু বাহিরে থেকে ঘুড়ে আসলে ভালো লাগবে। প্রশান্ত ঘরে যায়। মাথায় ক্যাপ, মুখে মাক্স, হাতে হ্যান্ড গ্লাপ্স পরে ঘর থেকে বের হতেই কান্তা দেখে ফেলে তাকে। জিজ্ঞেস করে,

- কোথায় যাচ্ছো?

প্রশান্ত কাচুমাচু করে বলে,

- একটু বাইরে যাবো আর আসবো।

কান্তা একটু চড়া গলায় বলে,

- কি দরকার পড়লো এখন?

প্রশান্ত কান্তার কাছে যায়। বলে,

- আমার একটা ঔষধ আনতে হবে।
- ঔষধ! গতপরশু না ঔষধ নিয়ে আসলে।
- আরে একটা ঔষধ গতকাল শেষ হয়ে গেছে, ঐ ঔষধটা আনতে যাচ্ছি। ঔষধটি নিয়েই চলে আসবো। তোমার কিছু আনতে হবে নাকি?
- না। আজ আর কিছু লাগবে না। সব কিছু ঘরেই আছে। যাও ঘরে যাও। বাহিরে যেতে হবে না।
- আমি তো বাজারে যাবো না। ঐ তপনের দোকান পযর্ন্ত যাবো আর আসবো।
- তপনের দোকানে কেন! তপন আবার কবে থেকে ঔষধ বিক্রি করতে শুরু করলো?
- না না না, তপনের দোকানে না, আইয়ুব আলীর দোকান থেকে ঔষধ নিয়েই চলে আসবো।
- না, আজকে কোন ঔষধ আনতে যেতে হবে না।

এমন সময় ছোট ছেলে এসে বলে,

- বাবা আমার জন্য এক প্যাকেট চিপ্‌স নিয়ে এসো।
- আচ্ছা বাবা, নিয়ে আসবো।
- মাকে ডাকবো।
- আবার ম্যা ম্যা করছো কেন? আমি তো যাবো আর আসবো। ও হ্যাঁ ভালো কথা মনে করেছো। মার কোন ঔষধ লাগবে কি না একটু দেখে আসি।

এই কথা বলে প্রশান্ত তার মায়ের কাছে যায়। প্রশান্তর মা তখন ঘর থেকে বেরুচ্ছিল। মাকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করে,

- মা। তোমার ঔষধ আনতে হবে? আমি আমার ঔষধ আনতে যাচ্ছি।
- হ, আমার প্রেসার আর মাঞ্জার বিষের ঔষধ শেষ। কয়দিন ধইর‍্যা মাঞ্জার বিষে নড়াচড়া করবার পারি না। ঐ ঔষধডা নিয়্যা আহিছ।
- ঠিক আছে মা। আমি আসছি।

এই কথা বলে প্রশান্ত তার ঔষধ আনার ছুতায় বাড়ীর বাহিরে আসে। গ্রামের রাস্তা ঘাট সব সুনশান নিরব। রাস্তায় একটি নেড়ি কুকুর ও চোখে পড়ছে না। বাড়ীর পাশেই সদর রাস্তা হওয়ায় সারাদিন মানুষজনের শোরগোল, বিভিন্ন ধরনের যান বাহন চলাচলের শব্দ, গাড়ীর ভেপুতে কান ঝালাপালা হয়ে যেতো। কিন্তু আজ প্রায় দু'মাস হতে চললো সেই রাস্তা জনমানব শূন্য। কোন যান বাহন চলাচলের শব্দ নাই। বাড়ীর সামনে আম বাগানে বসলে তখন মাঝে মধ্যে দুই একটা ইজিবাইক চলতে দেখা যায়। করোনার জন্য গ্রামেও চলছে লকডাউন। প্রশান্ত মধ্যপ্রাচ্যে চাকুরী করতো। বড়দিনের সময় দুই মাসের ছুটিতে বাড়ীতে এসেছে। সবাই বলাবলি করছিল, তখন বাড়ীতে এসে ভালোই করেছে সে। নতুবা বাড়ীতে বুড়ো মা সহ সবাই এখন খুব চিন্তায় পড়ে যেতো। ঐদিকে প্রশান্ত ও বিদেশে বসে বাড়ীর সবার জন্য চিন্তা করতো। মধ্যপ্রাচ্যে অনেক দেশে করোনা ভাইরাসে বেশ কতজন বাঙ্গালী মারা গেছে। প্রশান্ত আর ভাবতে পারে না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়, তাকে এই সময় বাড়ীতে রেখেছেন বলে। হাঁটতে হাঁটতে আইয়ুব আলীর ঔষধের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায় সে। আইয়ুব আলীকে মায়ের ঔষধের কথা বলে। আইয়ুব আলী ঔষধগুলি একটি প্যাকেট করে প্রশান্তের হাতে দেয়। দোকানে জেমস বসে ছিল। বললো,

- প্রশান্তদা কেমন আছো? খবর পাইছো নাকি?
- খবর! কিসের খবর জেমসদা?

প্রশান্ত জেমসের কথা শুনে চমকে ওঠে। জেমস বলে,

- পশ্চিম পাড় জেলে পাড়ায় একজনকে করোনা পজেটিভ পেয়েছে।
- তাই নাকি? কোথায় শুনলে?

আইয়ুব আলী তখন বলে,

- গতকালকে এই লোক কুমিল্লা থেকে বাড়ীতে এসেছে। শুট্‌কি মাছের ব্যবসা করে। এখন কোথায় থেকে এই রোগ নিয়ে এসেছে কে জানে?

জেমস আইয়ুব আলীর কথা শুনে বলে,

- মানুষজন সরকারের দেয়া লকডাউন মানছে না বলেই আজ এই অবস্থা। কে শোনে সরকারের কথা!

এমন সময় পর পর দুইটি ইজি-বাইক ভর্তি বেশ কতজন মহিলা, শিশু ও পুরুষ বাজার থেকে তুইতালের দিকে চলে গেল। প্রশান্ত বললো,

- দেখো, দেখো আইয়ুব আলী ভাই। তুমি এই মাত্র বললে না, সরকারের কথা কে শোনে? হায় রে আমার ঈদ! জান আগে না ঈদ আগে?

আইয়ুব আলী ইজি-বাইকের মহিলা, শিশু ও পুরুষদের দেখে বলে,

- এই সব মানুষ করোনা ভাইরাস সম্বন্ধে কিছুই জানে না। দেখেছো কারো মুখে কোন মাক্স নাই। গ্রামের মুর্খ মানুষ। রফিক আগে গ্রামে কামলার কাজ করতো। এখন বিদেশে চাকরী করে। মাস খানেক আগে বাড়ীতে এসেছে। তাই এখন ঈদের বাজার করে গেল।

প্রশান্ত বলে,

- আপনি চেনেন ওদের?
- হ্যাঁ, চিনি তো। তাগুল্লা আমার এক বিয়াই বাড়ীর পাশের বাড়ীর লোকজন ওরা।

জেমস আইয়ুব আলীর দোকান থেকে বের হতে হতে বলে,

- আইয়ুব আলী ভাই গেলাম। প্রশান্তদা চল যাই।
- হ্যাঁ চল। কি করোনা ভাইরাস যে আসলো, মানুষের খাওয়া-দাওয়া, ঘুম

সব হারাম করে দিলো।

- প্রশান্তদা তার চেয়ে বড় কথা হলো, মানুষকে এক্কে বারে পঙ্গু করে দিল। চাকরী-বাকরী সব বন্ধ করে সবাইকে ঘরে বন্ধী করে বসিয়ে রেখেছে।
- হ্যাঁ জেমসদা, তুমি ঠিকই বলেছো। কবে যে এই করোনা ভাইরাস থেকে মানুষ রক্ষা পাবে! ঈশ্বরই জানেন।
- ঠিক আছে প্রশান্তদা আমি আসি। ফোনে কথা হবে।
- হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই ভালো। ওকে বাই।

জেমস বাড়ীতে চলে গেলে প্রশান্ত যত দ্রুত সম্ভব বাড়ীর দিকে হাঁটতে থাকে। রাস্তার এ মাথা থেকে ঐ মাথা পযর্ন্ত যত দূর দেখা যায় শুধু ধু-ধু দেখা যায়। কোথায়ও কোন মানুষজন চোখে পড়ে না। করোনার ভয়ে প্রশান্ত এক প্রকার দৌড়ে বাড়ীতে ঢোকে। কান্তা প্রশান্তকে দেখে বলে ওঠে,

- কি ব্যাপার, এতো জলদি চলে আসলে যে! ঔষধের দোকান বন্ধ নাকি?
- না না। ঔষধ নিয়েই এসেছি। তবে বাহিরের খবর বেশি ভালো না।
- বাহিরের খবর ভালো না মানে?
- পরে বলছি। এই নাও ঔষধ। ঘর থেকে আমার লুঙ্গি আর গামছাটা নিয়ে এসো আমি বাথরুমে গেলাম।

খাবার টেবিলে কান্তা প্রশান্তকে জিজ্ঞেস করে,

- কি যেন তখন বলছিলে, বাহিরে কি হয়েছে?
- পশ্চিম পাড় জেলে পাড়ায় একজনের করোনা পজেটিভ পাওয়া গেছে।
- ও মা তাই নাকি! কি বলছো?
- ঐ লোকটি বাজারে শুট্‌কি মাছ বিক্রি করতো। নাম ধীরেন।
- তারপর, তারপর?
- পরশুদিন ঐ লোক সিলেট না কুমিল্লা থেকে শুট্‌কি মাছ নিয়ে বাড়ীতে এসেছে। তখন তার শরীরে জ্বর ও শুক্‌নো কাঁশি ছিল। পরদিন সকালে বাজারে শুট্‌কি মাছ বিক্রি করতে গেলে সদর থেকে করোনা ভাইরাস রক্ষাকারী টিম এসে তাকে সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়।
- ঐ লোক যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত তারা জানলো কি করে?
- আমার মনে হয় বাজারের কেউ তাদেরকে ফোন করে খবরটি জানিয়ে ছিল।
- ভাগ্যিস বাজারের কেউ জানিয়ে ছিল। তা'হলে তো ঐ লোকটির গুষ্টিশুদ্ধ মারা যেতো।
- যেতো না। এখনো ঐ বাড়ীর সবার করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হবার ভয় আছে।
- কেন? তাকে তো সদর হাসপাতালে নিয়েই গেছে।
- নিয়ে গেলে কি হবে! করোনা ভাইরাস তো ছোঁয়াছে রোগ। কেন টিভিতে রোজ বলছে শোন না?
- কি জানি।
- ওহ্! তোমার চ্যানেল তো আবার জি-বাংলা। দেশের খবর তো কিছুই রাখো না। শুধু সিরিয়ালের পর সিরিয়াল দেখো।
- এখন কি হবে?
- কি আবার হবে? ভাত খাও। খেয়ে দেয়ে সিরিয়াল দেখতে বসো।

প্রশান্তর মা এতোক্ষন ওদের সাথেই বসে ভাত খাচ্ছিল। তিনি আবার কানে একটু কম শোনেন। প্রশান্তকে জিজ্ঞেস করে,

- আমার মাঞ্জার বিষের ঔষধটা আনছদ বাবা?
- হ্যাঁ মা। কান্তা মায়ের ঔষধটা দিয়ে দিও। আর হ্যাঁ, আজ থেকে রোজ সন্ধ্যায় আমরা সবাই এক সাথে বসে মালা প্রার্থনা করবো। সিরিয়াল দেখা বন্ধ।
- সিরিয়াল কি আমি একা দেখি নাকি? তুমি ও তো দেখ। আর আমরা প্রতি সন্ধ্যায়ই মালা প্রার্থনা করি।
- ঠিক আছে। আমিও আজ থেকে তোমাদের সাথে বসে প্রার্থনা করবো। সন্ধ্যায় আজ থেকে নো টিভি। নো সিরিয়াল। ঠিক আছে।

প্রশান্তর ছয় বৎসরের ছেলে রনি বলে,

- প্রার্থনা করলে করোনা ভাইরাস চলে যাবে বাবা?
- হ্যাঁ বাবা। যিশুর কাছে, কুমারীয়ার কাছে প্রার্থনা করলে করোনা ভাইরাস চলে যাবে।
- বাবা আমি ও তা'হলে তোমাদের সাথে বসে প্রার্থনা করবো।
- ঠিক আছে বাবা, তুমিও আমাদের সাথে বসে প্রার্থনা করবে। তোমার প্রার্থনাই তো যিশু আরো বেশি শুনবে॥ ❑

জয় বলো

মারীয়া গোমেজ

হঠাৎ মন চলে যায় দূরে-বহুদূরে অতীতে
কি ছিলাম, কি হয়েছি, কোথায় যাচ্ছি
প্রভৃতি ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে মন;
নিকাশের পাতা খুলে বসে-

দেয়া-নেয়ার পৃষ্ঠা মেলায়
অজান্তেই কিছু কষ্ট পায়,
প্রাপ্তির চেয়ে বিয়োগের অংকে
শূন্য যখন জায়গা নেয়
ছল করে যারা পাওয়ার স্থলে
উল্টো নিন্দার ফোঁড়ন দেয়
আমার ক্ষেতের ফসল কেটে নিয়ে
চাতুরীর গোলায় ভরে দেয়

নিজেকে ওপরে তুলতে গিয়ে
অন্যের পথে কাটা বিছায়
আগ্রাসী বটবৃক্ষের মতো
আশ্রিত গাছকে গিলে খায়
মন তখন চমকে ওঠে-

মুষ্ঠিহাতে রুখে দাঁড়াতে চায়
সত্য-সুন্দরকে রক্ষার জন্যে
জীবনকে তুচ্ছ করতে চায়,
সেই দৃষ্টান্ত উম্মোচনের দায়ে
বার বার মন ফিরে যায়
অতীতের সব নিঃস্বার্থ কর্মে
ঔদার্য্যে ভরা লম্বা তালিকায়।

অথচ আজ কি দেখছি
যে গাভীকে সুস্থ-সবল রেখে এসেছি
তার এতো কষ্ট কেন
শ্রী মুখের ঐ ভাগ্য কপোল
অশ্রু জলে ভেজা কেন
হাটু থেকে কেন রক্ত ঝরে
ক্ষুরা রোগে কেন পা অকেজো হয়
বিশাল দেহ-কেনন হাড্ডিসার হয়;
কোটারী-স্বার্থের মন্ত্রপুটে
সেবার নামে সবকিছুকে
ফার্দাফাই ওরা করছে কেন
কর্তাব্যক্তিরা এতো ধরিবাজ কেন
এই সব প্রশ্নের জবাব চাই
নির্জলা সত্যউত্তর চাই।

কারণ তো আর গোপন নয়
ভাগ-বাটোরবার চালে হয়
সেবার নামে চক্রান্তের খেলা
দেখে দেখে অকে কেটেছে বেলা

এবার তবে ঘুরে দাঁড়াও
সময়ে বচনে সঙ্গীও ফিরাও
প্রজন্মেরে দায় মুক্ত করো
এক সাথে সবাই হে-ইয়ো ধরে
জঞ্জাল যত ছুড়ে ফেলো
জয় বলো, জয় সমবায় বলো॥

খ্রিস্টান স্কুলগুলোতে এসএসসি পরীক্ষা ২০২০ খ্রিস্টব্দ এর চিত্র

প্রতিবেশী ডেস্ক : গত ৩১ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের অধীনে মাধ্যমিক স্কুল ও সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। সারাদেশে গড় পাসের হার ৮২.৮৭ শতাংশ। আর জিপিএ-৫ পেয়েছে এক লাখ ৩৫ হাজার ৮৯৮ জন। মাদ্রাসা বোর্ডে পাসের হার ৮২.৫১। আর কারিগরি বোর্ডের এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় পাসের হার ৭২ দশমিক ৭০ শতাংশ। প্রকাশিত ফলে জানা যায়, ঢাকা বোর্ডে পাসের হার ৮২. ৩৪। যশোর বোর্ডে পাসের হার ৮৭.৩১। কুমিল্লা বোর্ডে পাসের হার ৮৫. ২২। চট্টগ্রাম বোর্ডে পাসের হার ৮৪.৭৫। এছাড়া সিলেট বোর্ডে পাসের হার ৭৮.৭৯, দিনাজপুর বোর্ডে পাসের হার ৮২.৭৩। আর রাজশাহী বোর্ডে পাসের হার ৯০.৩৭। ময়মনসিংহ বোর্ডে পাসের ৮০.১৩। বরিশাল বোর্ডে পাসের হার ৭৯.৭০।

এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২০ লাখ ৪০ হাজার ২৮ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ১৬ লাখ ৯০ হাজার ৫২৩ জন। তার মধ্যে আমাদের খ্রিস্টান মিশনারী স্কুলগুলোর চিত্র বরাবররের মতো এবারও সমুন্নত আছে। বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিবারের ন্যায় এবারও শতভাগ পাশের হার নিশ্চিত করেছে। যা দেশ ও জাতির জন্যে যেমনি আশানুরূপ তেমনি শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে দক্ষতারও প্রকাশ করে। আর এই দক্ষতার মূল রহস্য হল শিক্ষার সাথে নিয়ম শৃঙ্খলা, মানবতাবোধ, অনুপ্রেরণাদানসহ মূল্যবোধ শিক্ষা দান। এখানে ভাল ছাত্র কিংবা ছাত্রী গড়ার চেয়ে ভাল মানুষ গড়তে বিশেষ মনোযোগ দান করা হয়।

একনজরে কিছু খ্রিস্টান স্কুলের ফলাফল

ধর্মপ্রদেশ ও স্কুলের নাম	মোট শিক্ষার্থী	পাশের হার	জিপিএ-৫
ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ			
সেন্ট গ্রেগরীস হাই স্কুল এন্ড কলেজ	২৩৬ জন	শতভাগ	১৬৪ জন
ঢাকার মোহাম্মদপুরে সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল	১৬৫ জন	৯৯.৪ ভাগ	১৩৯ জন
ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন স্কুল	১৯ জন	১৮ জন	
তুমিলিয়া বয়েস হাই স্কুল, কালীগঞ্জ	১১৬ জন	৯৮.৩ ভাগ	১০ জন
সেন্ট নিকোলাস হাই স্কুল	১১৭ জন	শতভাগ	৮ জন
বান্দুরা হলি ক্রস হাই স্কুল	২২০ জন	৮৯.৫ ভাগ	১১ জন
সেন্ট যোসেফ হাই স্কুল এন্ড কলেজ, সাভার	২১৬ জন	৮৭.০৪ ভাগ	৯ জন
সেন্ট জেভিয়ার্স গার্লস স্কুল এ- কলেজ, লক্ষীবাজার	২৩১ জন	শতভাগ	৯৭ জন
তুইতাল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৩৮ জন	৮৯.৪৭%	১ জন
সেন্ট ইউফ্রেজীস, হাসনাবাদ	২০৩ জন	৮৩.২৫%	১০ জন
সেন্ট মেরীজ গার্লস হাই স্কুল এ- কলেজ, তুমিলিয়া	২০৩ জন	৯৮.০৩%	১৩ জন
চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ			
সেন্ট প্লাসিড হাউজ স্কুল এন্ড কলেজ	২১৭ জন	শতভাগ	১০৫ জন
মরিয়ম আশ্রম হাই স্কুল, চট্টগ্রাম	২০৯ জন	৮৯ ভাগ	১ জন
ডন বস্কো হাই স্কুল	১১৪ জন	৬৬.৭ ভাগ	
বরিশাল ধর্মপ্রদেশ			
উদয়ন হাই স্কুল	১৬১ জন	শতভাগ	৬৩ জন
সেন্ট আলবার্টাস স্কুল এন্ড কলেজ	১৪৭ জন	৯৮.৬৪ ভাগ	৬ জন
নারিকেলবাড়ী হাই স্কুল	২১৬ জন	৯১.৭৪ ভাগ	৪ জন
খুলনা ধর্মপ্রদেশ			
শিমুলিয়া সেন্ট লুইস সেকেন্ডারী স্কুল	৪৯ জন	৯৩.৯ ভাগ	২ জন
দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ			
সেন্ট পলস্ সেকেন্ডারী স্কুল, জয়পুরহাট	১৮৪ জন	৯৬.৭ ভাগ	২৬ জন
সেন্ট ফিলিপস্ হাই স্কুল, দিনাজপুর	৩০৫ জন	৯৮.৭ ভাগ	১০৪ জন
রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ			
সেন্ট যোসেফস্ স্কুল এন্ড কলেজ, বনপাড়া	৩০৩ জন	৯৮.৩৫ ভাগ	৫৯ জন
সেন্ট রীটাস্ হাইস্কুল, মথুরাপুর	২৪৯ জন	৯৭.৫৯ ভাগ	৬৬ জন
সেন্ট লুইস উচ্চ বিদ্যালয়, বোর্ণী	১৪০ জন	৯৮.৫৭ ভাগ	৩২ জন
মরিয়ম হাইস্কুল, নাটোর	১৯ জন	৯৪.৭৪ ভাগ	৪ জন
সেন্ট পলস্ হাইস্কুল, নওগাঁ	৭ জন	শত ভাগ	
সেন্ট পলস্ হাইস্কুল, চাঁদপুকুর	৩০ জন	৮০ ভাগ	
ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ			
কর্পোসি খ্রীষ্টি উচ্চ বিদ্যালয়, জলছত্র	৬৯ জন	৮১.১৬ ভাগ	
সেন্ট মেরীস গার্লস হাইস্কুল, হালুয়াঘাট	৬৭ জন	৬৪.১৮ ভাগ	১ জন
সেন্ট তেরেজা হাই স্কুল, ভাগুকাশাড়া	১২১ জন	৭২.৭৩ ভাগ	
সেক্রেট হার্ট উচ্চ বিদ্যালয়, বালুচরা	৮৮ জন	৭০.৪৫ ভাগ	
সেন্ট ফেডারিক উচ্চ বিদ্যালয়, বরুয়াকোনা	৫৮ জন	৪৮.২৮ ভাগ	১ জন
বিরিশিরি মিশন গার্লস হাই স্কুল, নেত্রকোনা	৭২ জন	৭৫ ভাগ	২ জন
বিরাইডাকুনি হাই স্কুল, নেত্রকোনা	৭০ জন	৬৫.৭ ভাগ	
সিলেট ধর্মপ্রদেশ			
নারায়নতলা মিশন হাই স্কুল, সুনামগঞ্জ	২০০ জন	৮৬ ভাগ	১ জন

এসএসসির ফল প্রকাশ নিয়ে নানা শঙ্কা কাটিয়ে ওঠার পর এবার কলেজে ভর্তি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা তৈরি হচ্ছে সদ্য এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের মধ্যে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ধারণা, ভালো কলেজে ভর্তি হলে ভালো করা যাবে। যা উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বা মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে সহায়ক। অথচ সারাদেশে ভালো মানের কলেজে এক লাখের মতো আসন থাকলেও এবার ১ লাখ ৩৫ হাজার ৮৯৮ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। তার মানে জিপিএ-৫ পেয়েও অনেকে প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাবে না। তাই সেরা কলেজে ভর্তি হওয়া নিয়ে অনেকের মধ্যে অনিশ্চয়তা রয়েছে। তবে কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে ভালো মানের কলেজের চেয়ে বাড়ির কাছের কলেজেই ভর্তি হওয়া এখন যুগপোযোগি সিদ্ধান্ত হবে। ভালো কলেজে ভর্তির জন্য অনেকে মফস্বল থেকে রাজধানী বা বিভাগীয় শহরের কলেজগুলোতে ভর্তি হতে চায়। মেসে ভাড়া নিয়ে থাকে। আর বর্তমানে এটি জীবনের জন্যে অনেক বড় হুমকিস্বরূপ হতে পারে। ভালো কলেজের চেয়ে ভালো মত পড়াশুনা করা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এখন থেকে শুরু করে আগামী দুই বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন কলেজে ভর্তি হলাম এটা কোনো বিষয় না। মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। ভালো ফল করে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া যায়। সামনের দিনগুলো সকলের মঙ্গল হোক॥

এমন মানুষ কই

প্রয়াত শাহানা আরা হক আলো

যার একটি অঙ্গুলী হেলানে
লক্ষ-কোটি প্রাণে শক্তি এনেছিল
আজ এমন মানুষ কই?

যিনি ছোট-বড়, কৃষক শ্রমিকের
সুখ-দুঃখের কথা ভেবে
জনতার সাথে পথে নেমেছিলেন
আজ এমন মানুষ কই?

ঘর ছেড়ে, পরিজনের কথা না ভেবে
দিনের পর দিন কারাগারে থেকে
নির্ঘুমে কেটেছে তাঁর কত প্রহর
আজ এমন মানুষ কই?

চলতি পথে লক্ষ্মীবাজারে, চিৎকার করে
গাড়ি থেকে বলতেন ডেকে-
হেই কলরেডী, আছো কেমন?
আজ এমন মানুষ কই?

কেউ কি জানে বন্দী যখন ৭১' এ
আদালতে যাওয়ার পথে নিত্য দিন,
সালাম দিতেন গাড়িচালক, শ্রদ্ধাভরে
আজ এমন মানুষ কই?
বলবো কতো তারি কথা
সে যে বন্ধু সবার
শেখ মুজিব, শেখ মুজিব

নড়বড়ে দেশটিকে, নব উদ্দোমে
সবাইকে নিয়ে-
গড়তে চেয়েছিলেন, সোনার বাংলা।
কিন্তু হায়! সে স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে
হায়েনার দল ঝাঝড়া করলো
এ কলঙ্করাখি কোথায়?

কত বছর-দিন-মাস কেটে গেল
কত শরৎ-বসন্ত আসে আর যায়
কেউ কি পেয়েছে শান্তি কিংবা স্বস্তি!
এখন তোমরাই বল কী পেলে?
হায়! অবুঝ বাঙালি জাতি
কেন নিভিয়ে দিলে
এমন সোনার প্রদীপখানি।
কোন মুজিব কী জন্ম নেবে
এই অস্থির বাংলায়?

শুভ্রতার মেলা

ভিক্টোর বি ডি'রোজারিও সিএসসি

শ্রাবণে শ্রাবণ-ধারা বর্ষণ অবিরত
নবীনতার স্রোতে ভেসে যায় বারিধারা,
খাল-বিল, নদী-নালা, মাঠ-মরু প্রান্তর
অবচেতন মন ভরে উঠে আনন্দ পুলক অন্তর।
নিস্তব্ধতায় বসে বিজনে, দুর্ব্বা ঘাসে শিশির বিন্দু
সবুজের উপর ছেয়ে যায় যেন নিলাম্বরী সিন্ধু,
কঁচি-কাঁচার দল আনন্দে মেতে উঠে বৃষ্টির ছোঁয়ায়
পুলকিত মন ধেয়ে চলে অজানা স্মৃতির ছায়ায়।
কাঁদা জল মেশে উৎফুল্ল মনে ছুটে চলে ওরা
বাঁধ ভাঙ্গা আনন্দে নেচে গেয়ে বৃষ্টিতে ভেজা
স্বপ্ন স্নাত মোরা বর্ষার বানে ভিজবো দু'জনে-
ছন্দ পাতে জাগবো তখন কোলাহলে আনমনে।
রঙিন আভায় নীলাকাশে মেঘের ভেলা
ভাসিয়ে দিলে হৃদে মোর রক্তিম আলপনা,
সকাল থেকে সন্ধ্যা বেলা মৌনতায় কথা বলা
শাওন মেঘে ছেয়ে গেল, আজ শুভ্রতার মেলা।

বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা ও দয়ার কাজ

ড. আলো ডি'রোজারিও

ছোটদের আসরের বন্ধুরা তোমরা তো সকলে জানো যে, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম হয় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ, গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। তাঁর বাবার নাম শেখ লুৎফর রহমান ও মায়ের নাম মোসাম্মৎ সায়েরা খাতুন। ছয় ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। বঙ্গবন্ধুর ডাকনাম ছিল খোকা। তিনি তাঁর পিতামাতাকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন, আর ভাইবোনদের গভীরভাবে ভালোবাসতেন।

তোমরা নিশ্চয় সাথে এটাও জানো যে, ছোটবেলায় বঙ্গবন্ধু কোথায় কোথায় লেখাপড়া করেছেন। তিনি প্রথমে ভর্তি হন গিমাডাঙ্গা প্রাইমারী স্কুলে, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে। এর দুই বছর পরে তাঁকে ভর্তি করা হয় গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে। সেখান হতে পরে তিনি আবার ভর্তি হন গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুলে। ছোটবেলায় স্কুলে পড়াকালে বঙ্গবন্ধুর বেরিবেরি রোগ হয় ও চোখে সমস্যা দেখা দেয়। এসব কারণে তিনি পড়াশুনায় কিছুটা পিছিয়ে পরেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধু প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি কলকাতা চলে যান। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমানের মৌলানা আজাদ কলেজ) হতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। অতপর তিনি ঢাকায় ফিরেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা রক্ষার কাজে অতি মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পরার জন্য তিনি আর পড়াশুনা শেষ করতে পারেন নি।

আচ্ছা, ছোট বন্ধুরা, তোমরা কী জানো বঙ্গবন্ধু তাঁর ছোটবেলায় আশেপাশের সকল মানুষকে কতটা গভীরভাবে ভালোবাসতেন? মানুষের দুঃখকষ্ট দেখে তাঁর হৃদয় কী পরিমাণে ব্যথিত হতো? মানুষের অভাব ও কষ্ট দূর করতে তিনি কি কি করতেন? আমি বিভিন্ন বিখ্যাত লেখক ও প্রাবন্ধিকদের লেখা পড়ে তাঁর ভালোবাসা ও দয়ার কাজ সর্ম্পকে কিছুটা জানতে পারায় তোমাদের জন্যে এখানে কিছুটা তুলে ধরছি।

একবার আমাদের বাংলাদেশের কোন কোন এলাকায় খাদ্যের অভাব দেখা দিল। বঙ্গবন্ধুদের বাড়ির আশেপাশে তখন অনেকের খাবার ছিল না। তাদের খাদ্য-কষ্ট দেখে বঙ্গবন্ধুর মন কেঁদে উঠল। তাই তিনি নিজেদের ধানের গোলা উন্মুক্ত করে দিলেন যেন খাদ্যাভাবে পরা সব পরিবার খাবার নিয়ে যেতে পারেন। ঐ সময়ে এই ধরনের খাবার সহায়তা না পেলে কেউ কেউ হয়ত না খেয়ে মারা যেতেন। বঙ্গবন্ধুর সেই খাদ্য সহায়তার কারণে অনেক প্রাণ বেঁচে গিয়েছিল।

আর একবার বঙ্গবন্ধু স্কুল হতে বাড়ি ফিরছিলেন। সেটা ছিল শীতের সময়। ফেরার সময় মাঝপথে দেখলেন একজন অতিশয় বৃদ্ধলোককে। প্রচন্ড শীতের হাত হতে রক্ষা পেতে তেমন কোন গরম কাপড় গায়ে না থাকাতে বৃদ্ধ লোকটি শীতে থর থর করে কাঁপছিলেন। তার এই কষ্ট দেখে বঙ্গবন্ধু তার নিজের চাদরটি খুলে বৃদ্ধকে দিয়ে দিলেন। চাদর পেয়ে বৃদ্ধ লোকটি শীত থেকে তাকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

অন্য আর এক দিনের কথা। সেটা ছিল বর্ষাকালের বৃষ্টিভেজা দিন। বঙ্গবন্ধু সেদিন একটি নতুন ছাতা নিয়ে স্কুলে গিয়েছিলেন। স্কুলে তিনি দেখতে পেলেন তার এক সহপাঠি ছাতা না থাকাতে একদম কাকভেজা হয়ে স্কুলে এসেছে। ছাতার অভাবে বৃষ্টির দিনে বন্ধুর এই দুরবস্থা দেখে বঙ্গবন্ধু তাঁর নতুন ছাতাটি সেদিন সেই বন্ধুকে দিয়ে দিলেন। তাঁর এসব দয়ার কাজই বলে দেয়, তিনি মানুষকে কত বেশি ভালোবাসতেন।

ছোট বন্ধুরা, উপরে লেখা ঘটনাগুলো পড়ে তোমরাও নিশ্চয় বুঝতে পারছ বঙ্গবন্ধু ছোটবেলায় কতই না দয়ালু ছিলেন। বড় হয়েও তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়াবান। এমন কী প্রধানমন্ত্রী হবার পরেও তিনি ছোট-বড় সবাইকে সমান মর্যাদা দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে বসাতেন, ধৈর্য্য ধরে সবার অভাব ও অভিযোগের কথা শুনে সাথে সাথেই ব্যবস্থা গ্রহণ করবার নির্দেশ দিতেন। সবাই যেন তাঁর কাছে পৌছে সব কথা বলতে পারেন সেজন্যে সকাল বেলায় তাঁর সাথে সর্বসাধারণের দেখা করার জন্য সময় নির্ধারিত ছিল।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি একবার যখন অসুস্থ ছিলেন তখনও তিনি লোকজনকে তাঁর কাছে আসতে দিতেন, দেখা দিতেন। এমনই ছিল তাঁর মানুষের সাথে সম্পর্ক ও একাত্মতা। 'ছোট-বড় সকলে তাঁর বিরাট এক হৃদয় ভান্ডার হতে ভালোবাসা পেয়েছেন, তাঁর দয়ার কাজে উপকৃত হয়েছেন। সারাটা জীবন তাঁর কেটেছে মানুষের কল্যাণ চিন্তায় ও মঙ্গল সাধনে। বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মদিন পালনের এই বর্ষে তাঁর আদর্শ, ভালোবাসা ও দয়ার কাজ জেনে আমরাও অনুপ্রাণিত হতে পারি মানুষকে ভালোবাসতে ও তাদের জন্য দয়ার কাজ করতে॥ ❑

অতুলনীয়া মা মারীয়া

আন্তনী বর্ণ ক্রুশ
তৃতীয় শ্রেণি

ধন্য তুমি মা মারীয়া
ওমা মারীয়া তুমি আমার জননী,
ওমা তুমি কত মধুর
সবাই শুনে তোমার মধুর সুর।
তুমি আমাদের গৌরব
সাথে তোমার মধুর সৌরভ,
তুমি সবার জীবন
তুমি আমাদের পবন।
যখন আমরা সহায় চাই
তখন আমরা তাহা পাই।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

‘লাউদাতো ট্রি’ - এই গ্রহের নিরাময়ে, পৃথিবীর মানুষকে ক্ষমতায়ন

আফ্রিকার সেহেল অঞ্চলের ১১টি দেশের ৮,০০০ কিলোমিটর জুড়ে সাত মিলিয়ন চারারোপণের উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হলো মরুকরণ, খরা, দুর্ভিক্ষ, সংঘাত এবং অভিবাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহযোগিতা করা। পোপ মহোদয় গত ১০ মে স্বর্গের রাণী প্রার্থনার পর ‘লাউদাতো ট্রি’ উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে যুব উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দান করেন এবং ২৪ মে ‘লাউদাতো সি’ বর্ষ শুরুর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান করেন।

সমন্বিত মানব উন্নয়ক বিষয়ক পোপীয় দপ্তর ‘লাউদাতো সি’ সর্বজনীন পত্রের ৫ম বার্ষিকীতে ঘোষিত ‘বিশেষ বছরটিকে’ বিশেষ করে প্রচার করছে। পরিবেশগত যত্ন, শিক্ষা ও অর্থনীতির উপর বিশেষ বিবেচনা রেখে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন ঘটনা ও প্রকল্পের মাধ্যমে ‘পরিবেশগত রূপান্তরের পদক্ষেপের’ প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মী ডন মোল্লান যিনি ‘গ্রেট গ্রীণ ওয়াল’ ও ‘লাউদাতো ট্রি’ উদ্যোগগুলোর সাথে জড়িত তিনি জানান পোপ ফ্রান্সিস অপ্রত্যাশিতভাবে দারুণভাবে এ উদ্যোগগুলোকে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, ‘লাউদাতো ট্রি’ উদ্যোগটি সরাসরি আমাদের সকলের বসতবাটির যত্ন বিষয়ক পোপ মহোদয়ের সর্বজনীন পত্রের অনুপ্রেরণায় নেওয়া হয়েছে। সান ফ্রান্সিসকোর ভিভিয়েন্নে হার নামে ১৬ বছরের এক কিশোরের নেতৃত্বে এ আন্দোলনটি পরিচালিত হচ্ছে। গ্রেট গ্রীণ ওয়াল কার্যক্রমের সাথে জড়িত আফ্রিকান যুবকদের সাথে ভিভিয়েন্নে কাজ করছে। সাহেল-সাহারা অঞ্চলের ১১টি দেশকে মরুকরণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ডাকের থেকে ডিজিবুতি বিস্তৃত ‘গ্রেট গ্রীণ ওয়াল’ একটি প্যান আফ্রিকান উদ্যোগ। ‘লাউদাতো ট্রি’ উদ্যোগে পোপ মহোদয়ের সমর্থন এ কাজে জড়িত সকলকে ভীষণ উৎসাহিত করছে। মোল্লান আরো বলেন, এটি একটি বিশেস সুযোগ। চমৎপ্রদ বিষয় হলো যে, ভিভিয়েন্নে এক মিলিয়ন বৃক্ষ রোপণের লক্ষ্য নিয় গ্রেট গ্রীণ ওয়াল উদ্যোগটি শুরু করেন। কিন্তু পোপ মহোদয় যখন বলেন কমপক্ষে ১ মিলিয়ন তখন আমরা স্মিত হেসেছিলাম এবং তখনই মনে পড়েছে আমরা আমরা ‘লাউদাতো সি’ বিশেষ বর্ষ পালনের মধ্যে রয়েছি। কালবিলম্ব না করে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, আমরা ৭ মিলিয়ন বৃক্ষরোপণ করবো। পোপ ২য় জন পল ফাউন্ডেশন চারা পেতে সহায়তা করবে।

‘লাউদাতো ট্রি’ ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, ১১টি দেশের ৮,০০০ কিলোমিটার জুড়ে ৭ মিলিয়ন বৃক্ষরোপন হলে এ গ্রহের মানুষের জীবনমান আরো উন্নত হবে। তাই এই উদ্যোগটি একটি আশার বার্তা। ওয়েবে আরো প্রকাশ পায় যে, একটি বৃক্ষ জীবদ্দশায় ৪০ টনেরও বেশি কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে।

ঈশ্বর আমাদের জন্য সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীকে নিরাময় করার ক্ষমতা দিয়েছেন। তাই আমাদেরকে পরিবেশের সাথে সংহতি ও ভারসাম্য রেখে চলতে হয়। যা আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমন্বিত মানব উন্নয়ন বিষয়ক পোপীয় দপ্তর ও জাতিসংঘ বিভিন্ন উদ্যোগকে সহায়তা করছে।

সেহেলে বৃক্ষরোপণের উপযোগী সময় হলো জুলাই থেকে আগস্ট এবং ‘লাউদাতো ট্রি’ টার্গেট রেখেছে ১০০,০০০ চারা লাগাতে। পোপ মহোদয় ও লাউদাতো সি’র পক্ষ থেকে কার্ডিনাল টার্কসন ১,০০০টি চারা দান করেন এবং আশা করেন আরো অনেকে এতে এগিয়ে আসবেন। বলা হয় একটি চারার দাম ১০ মার্কিন ডলার। তাই যেকেউ সাধ্য অনুযায়ী দান করতে পারবে। বিস্তারিত জানতে ও যোগাযোগ করতে চাইলে laudatotree.org লিঙ্কের সহায়তা নিন।

রোমের রাস্তায় অসহায়দের সেবার্থে পোপ মহোদয়ের অ্যাম্বুলেন্স দান

পঞ্চাশত্তমীর দিন সকালে পোপ ফ্রান্সিস ভাতিকান অ্যাম্বুলেন্স আশির্বাদ করেন যা রোমের গরীব লোকদের সেবার তরে ব্যবহৃত হবে। পোপ মহোদয়ের দয়াসেবা খাতের যে অফিস তার পরিচালক কার্ডিনাল কনরার্ড এর তত্ত্বাবধানে এ সেবাকাজ চলবে। ভাতিকানের প্রেস অফিসের ভাষ্যমতে, অ্যাম্বুলেন্সটি ভাতিকান সিটির নেমপ্লেইট ব্যবহার করবে। যাদের অস্তিত্বকেও অনেকে অনুভব করে না সেই দরিদ্রদের জন্য এ সেবাযানটি ব্যবহার করা হবে।

ভাতিকানের এই নতুন আশির্বাদিত অ্যাম্বুলেন্সটি শুধুমাত্র রোগী পরিবহনের জন্যই ব্যবহৃত হবে না। এটি একটি মেডিকেল টিমের মত কাজ করবে যেখানে রোমের রাস্তায় থাকা দরিদ্রদের জন্য থাকবে মোবাইল ক্লিনিক, সাথে থাকবে সাধু পিতরের চত্বরে অবস্থিত দয়ার মাতা ক্লিনিকের মত দীন-দুঃখীদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার সেবা।

পঞ্চাশত্তমীর দিনে মহামারী নিরসনের জন্য ইণ্ডিয়ার সর্বমণ্ডলীর সদস্যদের অনলাইনে প্রার্থনা

পঞ্চাশত্তমী রবিবারে ইণ্ডিয়ার কাথলিক, প্রটেস্ট্যাণ্ড, অর্থডক্স ও ইভানজেলিকাল ফেলোশিপের নেতৃবর্গ ঘন্টা বাজিয়ে, ধর্মীয় গান করে এবং একসাথে প্রার্থনা করে পবিত্রাত্মার শক্তি যাঞ্চা করেছেন কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। ইতোমধ্যে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ইণ্ডিয়াতে ৫,৪০০ জন মারা গেছেন এবং দিন দিন আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। মাঝে লকডাউন একটু শিথিল করাতে সংক্রমনের সংখ্যা বাড়ছে। অনলাইন প্রার্থনাতে অংশ নিয়ে ইণ্ডিয়ার কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট, বোম্বে আর্চডাইয়োসিসের আর্চবিশপ কার্ডিনাল ওসওয়ার্ল্ড গ্রাসিয়াস বলেন, আমরা এই সময়ে একটি বিষয়ে সবাই একতাবদ্ধ যেমনিভাবে বিশ্বাসে একতাবদ্ধ থাকি। সকল খ্রিস্টানদেরকে তিনি জাতির মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করার আহ্বান করেন।

ইউনাইটেড খ্রিস্টান ফোরাম নামে একটি আন্তঃমাণ্ডলিক টিম এই বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়ার মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত ভূপালের আর্চবিশপ লিও কর্নেলিওসহ বেশ কয়েকজন বিশপ এই প্রার্থনানুষ্ঠানে যোগদান করেন। আগে থেকেই স্থিরকৃত পরিকল্পনা অনুসারে সমগ্র ভূপালে বিকালে এই প্রার্থনা অনুষ্ঠান হয় এবং আর্চবিশপ কর্নেলিও তা পরিচালনা করেন। তিনি এই অনুষ্ঠানকে আশার প্রার্থনা বলে আখ্যায়িত করেন। কেননা এই সময়ে সমগ্র জাতি মহামারী নিরসন কল্পে লড়াই করছে। মহারাষ্ট্রের মুখপাত্র পাস্টর ভিনু পল বলেন, চার্চে আমরা একসাথে প্রার্থনা করছি আমাদের দেশের নিরাময়ের জন্য। একইভাবে ইন্দোরের বিশপ চাকো থোটোমারিকাল খ্রিস্টানদেরকে আহ্বান জানান, করোনাভাইরাস থেকে দেশকে মুক্ত করতে ঈশ্বরের সহায়তা অন্বেষণ করতে। কেননা যখন আমরা একসাথে প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তাঁর পবিত্র আত্মাকে পাঠাবেন ও আমাদের ১.৩ বিলিয়ন জনগণের দেশকে মুক্ত করবেন।

বরিশালে "পালা গান" মঞ্চস্থ

ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা ▮ বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের উদ্যোগে বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যকে ফিরে পাওয়ার জন্য গত ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টবর্ষে, বরিশাল সদর রোডে অবস্থিত ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর হলরুমে "পালা গান" বিষয়ক এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

বরিশাল অঞ্চলের ঐহিত্যবাহী "পালা গান" বিভিন্ন ধর্মীয় ও পর্বীয় অনুষ্ঠানে মঞ্চস্থ ক'রে খ্রিস্টের বাণী প্রচারের লক্ষ্যে এই কর্মশালার আয়োজন। পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা ও শিক্ষা, কুমারী মারীয়ার জীবন, সাধু-সাধ্বীদের জীবন চরিত এবং বিভিন্ন সাক্রামেন্ত সম্বন্ধে পালা গান রচনা ও মঞ্চস্থ করাই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য। উক্ত কর্মশালায় বরিশাল ডাইওসিসের ৬টি ধর্মপল্লী ও ২টি কোয়াজী ধর্মপল্লী থেকে শিল্পীমনা ৫০ জন খ্রিস্টেভক্ত, বিভিন্ন ধর্মসংঘের ১০ জন সিস্টার, ১ জন ব্রাদার এবং ৫ জন ফাদার, মোট ৬৫ জন অংশগ্রহণ ক'রে এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং নিজ নিজ স্থান ও অভিজ্ঞতা থেকে সার্বিক সহযোগিতা দেওয়ার আশ্বাস প্রদান করেন। উপস্থিত অনেকের পালা গানের সাথে নিজের পূর্ব সম্পৃক্ততার জীবন সাক্ষ্য ও অনুপ্রেরণামূলক সহভাগিতায় অংশগ্রহণকারী সকলে শক্তি, সাহস, মনোবল, উৎসাহ পান এবং নতুন উদ্যোমে বিলুপ্তপ্রায় পালা গান পুনরুদ্ধারের পৃষ্ঠপোষকতা খুঁজে পান।

"সিগনিস" হলো পোপের দপ্তরের একটি আন্তর্জাতিক সামাজিক যোগাযোগ সংস্থা। "সিগনিস" নামে এই যোগাযোগ সংস্থাটি, বর্তমান গণমাধ্যম এবং লোক সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে খ্রিস্টের বাণী প্রচারে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। "সিগনিস"-এর আর্থিক সহায়তায় ধর্মপ্রদেশ ভিত্তিক "সান্তা ক্রুজ পদাবলী কীর্তণ দল: বরিশাল কাথলিক ডাইওসিস" নামে একটি পালা গান দল গঠন করা হয়। বরিশাল ডাইওসিসের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে ৬৫ জন কাথলিক শিল্পীকে একত্রিত করে বিশেষ পোষাক দেওয়া হয়েছে এবং চার মাস কঠোর অনুশীলন বা মহরা দেওয়া হয়েছে। আনন্দের বিষয় এই যে নব গঠিত দলটি মাত্র চার মাস অনুশীলন করে পরবর্তী চার মাসে ৪টি ভিন্ন স্থানে ৮টি পালা গান মঞ্চস্থ করেছে॥

মাউছাইদ ধর্মপল্লীর প্রতিপালকের পর্ব উদযাপন

স্থানীয় সংবাদদাতা ▮ গত ২৭ মে যথাযোগ্য মর্যাদায় ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের মাউছাইদ ধর্মপল্লীর প্রতিপালক নির্ভীক বাণীপ্রচারক ক্যান্টারবারীর সাধু আগষ্টিনের পর্ব উদ্‌যাপন করা হয় সীমিত পরিসরে। করোনাভাইরাসের কারণে জনসমাগমবিহীন যেকোন সমাবেশ করার নির্দেশনা মেনে নিয়ে অল্প কিছু খ্রিস্টভক্ত পর্বীয় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। তবে তারা নির্দিষ্ট দুরত্ব বজায় রেখে আসন নেয়ায় গির্জাঘর ভরাট মনে হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করেন ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু এবং বাণী সহভাগিতা করেন ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুজ। সাথে ছিলেন পালক পুরোহিত ফাদার চঞ্চল হিউবার্টসহ ফাদার রঞ্জিত সিপ্রিয়ান গমেজ ও ফাদার নয়ন লরেন্স গোছাল। অনেকদিন পরে একসাথে খ্রিস্টযাগ করতে পেরে ও পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ

গ্রহণ করতে পেরে খ্রিস্টভক্তগণ ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার বলেন, সাধু আগষ্টিন প্রথমাবস্থায় বাণীপ্রচারে যেতে ভীত ছিলেন। তিনি মঠের মধ্যে থেকেই ঈশ্বরকে আরো বেশি করে চিনতে ও মানুষের জন্য প্রার্থনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে ও কর্তৃপক্ষের অনুগত হয়ে তিনি বাণীপ্রচার শুরু করেন এবং দারুণ সফলতা লাভ করেন। ঠিক একইভাবে করোনাভাইরাসে ভীত শঙ্কিত না হয়ে কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে আমরা তা জয় করতে পারি। খ্রিস্টযাগের শেষে পাল পুরোহিত সবাইকে পর্বীয় শুভেচ্ছা জানান এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে খ্রিস্টযাগে অংশ নেওয়ায় ধন্যবাদ জানান। একইভাবে তা পালন কওে চলার জন্য আহ্বান রাখেন। উল্লেখ্য যে, পর্বের প্রস্তুতিতে খ্রিস্টভক্তগণ বাড়িতে বসেই প্রার্থনা করেছেন এবং যাজক সিস্টারদের নিয়ে খ্রিস্টযাগসহ পর্বের প্রস্তুতি নিয়েছেন॥

"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

NAGARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.

(Established: 1962, Registration No. 23/84, Amended: 55/14)

সূত্র: এনসিসিসিইউএল- ২০২০/০৬/১৩৪

তারিখ: ০২/০৬/২০২০খ্রীঃ

পুনঃ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর জন্য ফুল টাইম প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবর আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট পদের জন্য যোগ্যতা, অভিজ্ঞতাসহ অন্যান্য শর্তাবলী নিম্নে প্রদান করা হলো:

ক্রনং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন	অভিজ্ঞতা
১	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	১ জন	স্নাতকোত্তর (কমার্স ব্যাক গ্রাউন্ড)	৪০ - ৫০ বছর (বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য)	পুরুষ/ মহিলা	আলোচনা সাপেক্ষে আকর্ষণীয় বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে।	সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৫(পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা। বাজেট প্রণয়ন ও হিসাব-নিকাশ নিরীক্ষণে দক্ষতা থাকতে হবে। কম্পিউটারের উপর বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।

শর্তাবলীঃ-

১. স্ব-হস্তে লিখিত আবেদনপত্র সহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র ও মার্ক শিটের ফটোকপি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, অভিজ্ঞতার সনদপত্রের ফটোকপি, সদ্য তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙীন ছবি জমা দিতে হবে।
২. প্রার্থীকে অবশ্যই নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর নিয়মিত সদস্য/সদস্যা হতে হবে।
৩. সমবায় আইন ও সমিতির বিধিমালা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
৪. নিয়োগ প্রাপ্ত প্রার্থীকে ৬ মাস প্রবেশনে/শিক্ষানবীশ থাকতে হবে।
৫. ব্যক্তিগত যোগাযোগ তদবিরকে প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচনা করা হবে।
৬. ত্রুটিপূর্ণ/অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।
৭. আবেদনপত্র যাচাই/বাছাই এবং নিয়োগ সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
৮. কর্মস্থল: নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ।
৯. বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আলোচনা সাপেক্ষে।
১০. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবল মাত্র যোগ্য প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ডাকা হবে।
১১. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ রাখে।

আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনপত্র আগামী ৩০/০৬/২০২০খ্রীঃ তারিখ বিকাল ৫:০০ ঘটিকার মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

বিঃদ্রঃ বিজ্ঞাপনটি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ০৭/০৬/২০২০খ্রিঃ থেকে প্রতিবেশী সংখ্যায় (ভিতরে যেকোন পৃষ্ঠায় সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদা-কালো) প্রকাশের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হচ্ছে। যার বিজ্ঞাপনের দর ৬০০০/-।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

শর্মিলা রোজারিও
সেক্রেটারী- ব্যবস্থাপনা পরিষদ
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

আবেদনপত্র পাঠাবার ঠিকানা

শর্মিলা রোজারিও
সেক্রেটারী- ব্যবস্থাপনা পরিষদ
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
সাধু ভিনসেন্ট ভবন

Address: P.O.: Nagari-1463, Upazila: Kaligonj, Dist.: Gazipur, Bangladesh
Mobile: 01714063492-99, E-mail: nagari_cccu@yahoo.com

"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
NAGARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.

(Established: 1962, Registration No. 23/84, Amended: 55/14)

সূত্র: এনসিসিসিইউএল-২০২০/০৬/১৩৩ তারিখঃ ০২/০৬/২০২০খ্রিঃ

পুনঃ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এ নিম্নলিখিত পদে জরুরী ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করা হবে। আগ্রহী মহিলা/পুরুষ প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর স্ব-হস্তে লিখিত আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট পদের জন্য যোগ্যতা, অভিজ্ঞতাসহ অন্যান্য শর্তাবলী নিম্নে প্রদান করা হলো:-

ক্র: নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বয়স	যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১	ক্যালেক্টর (চুক্তিভিত্তিক-ঢাকা কালেকশন বুথের জন্য)	১	২০-৩০ বৎসর	কমপক্ষে স্নাতক পাশ হতে হবে। (বাণিজ্য বিভাগ অগ্রাধিকার দেয়া হবে) কম্পিউটার অপারেটিং-এ পারদর্শী হতে হবে।	ক্রেডিট ইউনিয়নে ছাত্র প্রকল্পের কাজের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
২	বুথ ইনচার্জ (চুক্তিভিত্তিক-ঢাকা কালেকশন বুথের জন্য)	১	৫০-৬৫ বৎসর	কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। কম্পিউটার অপারেটিং-এ পারদর্শী। (অবসর প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে)।	সরকারী/বেসরকারী/বীমা/এনজিও/ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

শর্তাবলী:

১. আবেদন পত্রের সাথে অবশ্যই (ক) পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত (খ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র ও মার্ক শিটের ফটোকপি (গ) জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি (ঘ) অভিজ্ঞতার সনদপত্রের ফটোকপি (ঙ) সদ্য তোলা ০২ (দুই) কপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি সংযুক্ত করতে হবে।
২. চাকুরীর প্রকৃতি: চুক্তি ভিত্তিক।
৩. কর্মস্থল: নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ- ঢাকা বুথ।
৪. বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা: আলোচনা সাপেক্ষে।
৫. প্রার্থীকে অবশ্যই নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ - এর নিয়মিত সদস্য-সদস্যা হতে হবে।
৬. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবল মাত্র যোগ্য প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ডাকা হবে।
৭. ত্রুটিপূর্ণ/অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।
৮. দরখাস্ত যাচাই/বাছাই এবং নিয়োগ সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
৯. যারা ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্ত তাদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
১০. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ রাখে।
১১. ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারী প্রার্থীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে।
১২. আগ্রহী প্রার্থীগণকে অবশ্যই সৎ, কর্মঠ, পরিশ্রমী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
১৩. সমিতির প্রয়োজনে যে কোন দিন ও যে কোন সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
১৪. খামের উপর পদের নাম উল্লেখসহ ২ জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা সুপারিশসহ আগামী ৩০/০৬/২০২০ খ্রীষ্টাব্দ সন্ধ্যা ৫:০০ ঘটিকার মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।
১৫. আবেদনকারীকে অবশ্যই ঢাকা বসবাসরত হতে হবে।
১৬. অফিস সময়: অফিস কর্তৃপক্ষ/ব্যবস্থাপনা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

শর্মিলা রোজারিও
সেক্রেটারী- ব্যবস্থাপনা পরিষদ
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

আবেদনপত্র পাঠাবার ঠিকানা
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
সাইট ভিনসেন্ট ভবন
ডাকঘর: নাগরী, উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

Address: P.O.: Nagari-1463, Upazila: Kaligonj, Dist.: Gazipur, Bangladesh
Mobile: 01714063492-99, E-mail: nagari_cccu@yahoo.com

অনন্তধামে ডক্টর ব্রাদার হ্যারোল্ড বিজয় রড্রিক্স, সিএসসি

জন্ম : ৭ জুলাই, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৩ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রথম ব্রত গ্রহণ : ২০ জানুয়ারি, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ
আজীবন ব্রত গ্রহণ : ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ
প্রাক্তন প্রভিন্সিয়াল : সাধু যোসেফের ভ্রাতৃ-সমাজ, বাংলাদেশ (১৯৯৮ - ২০০৩ ও ২০১২-২০১৮)
প্রাক্তন জেনারেল কাউন্সিল মেম্বার : কনগ্রিগেশন অব হলিক্রশ, রোম, ইতালি (২০০৪ - ২০১০)

নমস্য ব্রাদার হ্যারোল্ড বিজয় রড্রিক্স, সিএসসি, হাজারো মানুষের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জয় করে চিরতরে চলে গেলেন অনন্তধামে। মহাশান্তির মাঝে পরম পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিকতায় বলীয়ান ও নিবেদিত সন্ন্যাসব্রতী একজন ব্রাদার। যিনি মানব সেবায় পরিপূর্ণভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ প্রশাসক, দূরদর্শী নেতা, চিন্তাশীল লেখক, অনুবাদক, বই প্রেমী, জ্ঞানের সাধক, গবেষক, সৃজনশীল, অত্যন্ত মেধাবী, কঠোর পরিশ্রমী, সংস্কৃতিমনা, ক্রীড়ানুরাগী এবং বন্ধু-বৎসল একজন ধর্মপ্রাণ সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদার। অবহেলিত মানুষ, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী, নেশাগ্রস্থ যুবসমাজ ও কারিগরি শিক্ষার্থীদের প্রতি তার ছিলো বিশেষ ভালবাসা ও অগ্রাধিকার। তিনি তার প্রশাসনিক দক্ষতা, সৃজনশীল শক্তি, প্রগতিশীল চিন্তা, গভীর জ্ঞান, অক্লান্ত পরিশ্রম ও সঠিক পথ নির্দেশনার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে খ্রিস্টান সমাজে, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে, পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ে তথা বিভিন্ন ধর্মসংঘে রেখে গেছেন অসামান্য অবদান। তার অনন্তযাত্রায় পবিত্র ক্রুশসংঘে ও বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা পুরণ হবার নয়। তার বেদনাবিধুর প্রয়াণে হলিক্রশ ব্রাদারগণ তথা গোটা পবিত্র ক্রুশ সংঘ গভীরভাবে শোকাহত। করুণাময় ঈশ্বর প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ব্রাদার হ্যারোল্ড বিজয় রড্রিকস, সিএসসি'কে শাশ্বত রাজ্যে অনন্ত শান্তি দান করুন।

সাধু যোসেফের ভ্রাতৃ-সমাজ, বাংলাদেশ
(হলিক্রশ ব্রাদারস)

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ১৯
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 18
❖ 7 - 13 June, 2020 , ২৪ - ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
Regd. No. DA-33

BOOK POST

দ্বিতীয় মৃত্যু বার্ষিকী

প্রয়াত ফাদার শ্যামল লরেন্স রেগো
জন্ম : ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ
যাজক অভিষেক : ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ
যাজকীয় রজত জয়ন্তী : ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২০ জুন, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

তোমার জন্ম, তোমার কর্ম ও তোমার মৃত্যু সব কিছুই প্রেমময় ঈশ্বর স্মরণীয় ও বরণীয় করে তুলেছেন আমাদের সবার অন্তরে। যিশুর দৃশ্যমান প্রতিনিধি হয়ে যাজকত্ব বরণের মধ্য দিয়ে একজন বাণী প্রচারক হিসেবে তুমি তোমার জীবন উৎসর্গ করেছিলে প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে। যিশুর ও ভক্তদের প্রতি তুমি যে অপরিসীম ভালোবাসার নিদর্শন রেখে গিয়েছ তা আজ আমরা আমাদের পরিবারে তোমার অনুপস্থিতি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। তোমার ঐশরাজ্যে চিরকালীন যাত্রায় আজ দুইটি বছর হয়ে গেল। তোমার বিদায় বেলায় তোমার কষ্টগাঁথা জীবনের কথা আমরা কোনদিন ভুলবো না। তোমার ধৈর্য, তোমার প্রার্থনা, তোমার শক্তি ও সাহসিকতার মনোবল, তোমার প্রতি মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সবার সম্মিলিত প্রার্থনার গুণে তোমার শেষের দিনগুলোতে তোমাকে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে যা সত্যিই আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। আমরা প্রার্থনা করি, প্রভু যিশু যেন স্বর্গরাজ্যেও তাঁর দ্রাক্ষক্ষেত্রে তোমায় স্থান দেন। আমাদের জন্যেও ঈশ্বরের প্রেমাশীর্বাদ বর্ষণ করো যেন বাকি জীবন পরিবার, সমাজ এবং মণ্ডলীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে ভালোবাসাপূর্ণ জীবন উৎসর্গ করে যেতে পারি।

তোমারই স্মরণে আজ শ্রদ্ধাভরে ও কৃতজ্ঞতার অন্তরে প্রভু যিশুর ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি এবং মণ্ডলীর প্রতি জানাই পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিবারবর্গ
গ্রাম : ভুরুলিয়া, পো:অ: নাগরী, থানা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro**, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com, Webpage link : www.weekly.pratibeshi.org**